আবার জেতো তাতাই

তারাপদ রায়

আশা প্রকাশনী
৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯

মাঘ ১৩৬৯ / ফেব্রুয়ারী ১৯৬২

মিনতি রায়
১১/৪৯ পণ্ডিতিয়া রোড
কলকাতা-৭০০০২৯

প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
প্রশান্ত রায়
মাঝি প্রেস
২৮ বি সিমলা স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

শ্রীমতী লীলা মজুমদারের

করকমলে বিনীত নিবেদন

এই বইয়ের ছবি এঁকেছেন

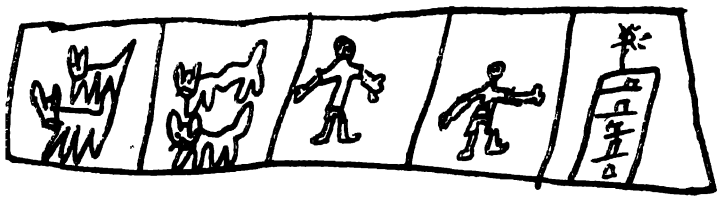

নবনীতা দেবসেন। নন্দনা সেন। অন্তরা সেন। সুদীপ বড়ুয়া। সঞ্জীব মিত্র। পরমা ভট্টাচার্য। পৌলভী ভট্টাচার্য। সৌমিক নন্দীমজুমদার। কৃত্তিবাস রায়। তারাপদ রায়।

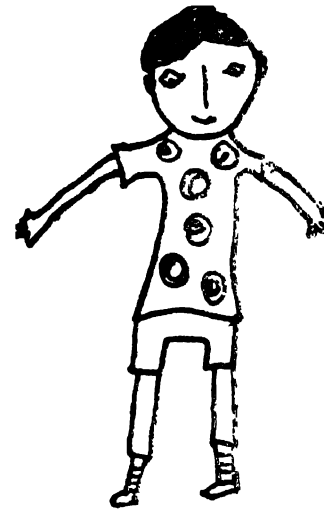

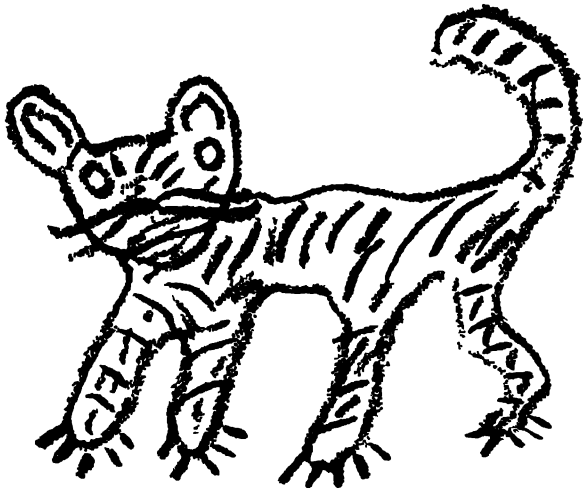

সুন্দরবনের খালের ভিতরে নৌকোয় করে বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন তাতাইবাবু আর ডোডোবাবু। বিরাট জঙ্গলের মধ্যে সরু খাল। একটাই মাত্র বন্দুক, সেটা ডোডোবাবুর হাতে। দুঃখের বিষয় ডোডোবাবু ভালো গুলি চালাতে' পারেন না, তাতাইবাবু একটু আধটু পারেন কিন্তু ডোডোবাবুই বন্দুকটা দখল করে রেখেছেন।

হঠাৎ খালের ধারে ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি দিলো দশহাতি এক রয়াল বেঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গেই গুলি ছুঁড়লেন ডোডোবাবু। বলাই বাহুল্য, গুলি বাঘের গায়ে লাগলো না। গুলির শব্দ শোনামাত্র বাঘও লাফিয়ে পড়লো নৌকোর ওপরে। খালের ধার থেকে নৌকো মাত্র দশ হাত দূরে ছিলো, কিন্তু বাঘটি এত জোরে লাফ মেরেছিলো যে, নৌকোর দু মানুষ ওপর দিয়ে সাঁৎ করে পড়ে গেলো খালের ওপারে। গুলি লাগাতে না পারায় ডোডোবাবু যেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, রয়াল বেঙ্গলও অত লম্বা একটা লাফ মারায় আরো অপ্রস্তুত হয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

তাতাইবাবু তখন ডোডোবাবুকে বললেন, 'আপনার জন্যে মারা পড়বো দেখছি, বন্দুকটাও ছাড়বেন না অথচ গুলি মারতেও পারবেন না।'

ডোডোবাবু বললেন, 'দাঁড়ান, একটু গুলি করা প্র্যাক্‌টিশ করে নিই, তারপর দেখবেন?' নৌকোর ছইয়ের ওপরে উঠলেন ডোডোবাবু আর তাতাইবাবু। ঠিক করলেন ওইখানে দাঁড়িয়ে দূরের গাছগুলোয় তাক করে প্র্যাক্‌টিশ করা যাবে। ছইয়ের ওপরে উঠে কিন্তু দুজনেই অবাক, দেখেন যে, একটু দূরে গাছপালার পিছনে সেই বাঘটা ঝুপ-ঝুপ করে ছোট ছোট লাফ দিচ্ছে। ছোট লাফের প্র্যাক্‌টিশ করছে রয়াল বেঙ্গল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডোডোবাবু এলেন তাতাইবাবুদের বাড়িতে। বাইরের ঘরে দুজনে কথাবার্তা হচ্ছে, কিছুক্ষণ পরেই ডোডোবাবুর খুব অস্বস্তি হতে লাগলো। আজ যেন কিসের একটা অভাব।

একটু বাদেই বুঝতে পারলেন, একদমই মশা কামড়াচ্ছে না। এ পাড়ায় অন্য সব পাড়ার মত খুবই মশা হয়েছে আজকাল, কিন্তু এ বাড়িতে কোনো মশা নেই।

'কি ব্যাপার, কি অসম্ভব কাণ্ড?'

ডোডোবাবু অবাক হয়ে তাতাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাতাই-বাবু মৃদু হেসে বললেন, 'এজন্যে খুবই বুদ্ধি আর পরিশ্রম খরচ করতে হয়েছে।'

ডোডোবাবু জানতে চাইলেন, 'ব্যাপারটা খুলেই বলুন না।' তাতাই-বাবু বললেন, 'প্রথমে আপনার একটা ফটো মশারি দরকার, দুতিন

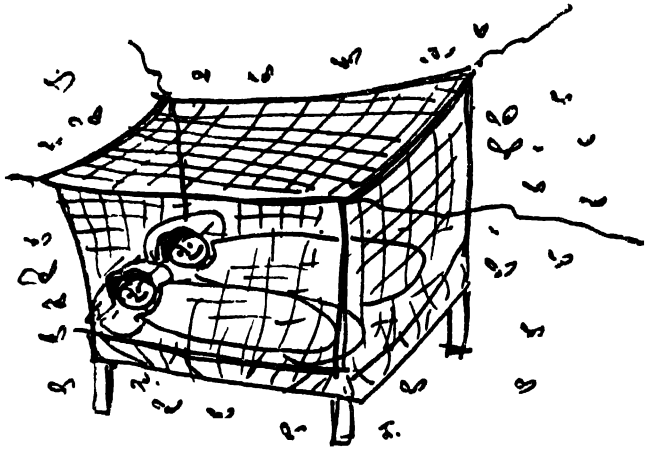

রাত্রি কষ্ট করে সেই মশারির নীচে শুতে হবে আর খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যে মশাগুলো মশারির মধ্যে ঢুকেছে সেগুলো, যাতে মারা না পড়ে এই রকম খুব নরম করে ধরে একটা শিশির মধ্যে পুরে ফেলতে হবে। ব্যাপারটা একটু কঠিন, কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই সড়গড় হয়ে যাবে। কিছু কিছু মশা এর ফলে যদি মারাও যায় তার জন্যে চিন্তার কোনো কারণ নেই। দৈনিক সকালে যদি মশারির মধ্যে একশোটা মশা পাওয়া যায় আর শিশিতে পুরতে গিয়ে যদি তার পঞ্চাশটিও অক্কা পায় কিছু যায় আসে না, তিনদিনে দেড়শো মশা শিশিব মধ্যে জমাতে পারলেই কাম ফতে।'

দীর্ঘ বর্ণনার পব তাতাইবাবু দম নিতে থামলেন কিন্তু ডোডো-বাবু দম নিতে দিলেন না, বললেন, 'তারপর।'

তাতাইবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তারপর আর কি, এইবার এই শিশির মশাদের কাজে লাগাতে হবে।' ডোডোবাবু আবার অবাক, 'মশাদের কাজে লাগাতে হবে!'

তাতাইবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'এখনো বুঝতে পারছেন না?' শিশির মধ্যে মশা ধরে তারপর কি করে সেই মশাদের ব্যবহার

করে অন্য মশাদের তাড়ানো যায়, ব্যাপারটা কিছুতেই ডোডোবাবু ধরতে পারছিলেন না।

ডোডোবাবুর অসহায় অবস্থা উপভোগ করতে করতে ভুরু কুঁচকিয়ে তাতাইবাবু প্রশ্ন করলেন, 'সেই নীলবর্ণ শেয়ালের গল্প পড়েছেন?'

ডোডোবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন 'হ্যাঁ পড়েছি।'

তাতাইবাবু ভীষণ রেগে গিয়ে তখন বললেন, 'তাও অনুমান করতে পারছেন না? তাহলে শুনুন। যে শিশির মধ্যে মশাগুলোকে ধরে রেখেছেন, তার মধ্যে এক ফোঁটা করে কালি দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঝাঁকুন। যাতে মশাগুলোর গায়ে নীল কালি লেগে যায়, কিন্তু মারা না পড়ে। দু একটা অবশ্যই এ অবস্থায় মরবে, তা মরুক। এই-ভাবে ঘণ্টাদেড়েক চেষ্টা করতে পারলে দেড়শোটি মশার ভেতর থেকে অন্তত একশোটি জীবিত নীল মশা পাওয়া যাবে। এরপর সন্ধ্যার একটু আগে যখন বাইরের মশারা বাড়ির মধ্যে ঢুকতে থাকে, তখন শিশির মশাদের ছেড়ে দিন।' ডোডোবাবু হাঁ করে শুনছিলেন, সেই অবস্থায় হাঁ না বুজিয়ে গোল গোল করে বললেন, 'তারপর?'

তাতাইবাবু টেবিলে চড় দিয়ে বললেন, 'তারপর? তারপর আর কি? কেলোর কীর্তি, ধুন্ধুমার কাণ্ড! শিশির নীল মশাদের সঙ্গে বাইরের কালো মশাদের সন্ধ্যা থেকে সারারাত তীব্র মারামারি, কোনো মশাই আর আপনাকে কামড়াতে আসবে না। ভোরবেলা ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখবেন, দলে দলে নীল মশা কালো মশা মেঝেতে মরে পড়ে রয়েছে।'

ডোডোবাবু নির্বাক হয়ে মাথা নিচু করে মেজেতে মরা মশা খুঁজতে লাগলেন। ঘরের কোনায় কোনায় তখন সত্যিই মশাদের ভয়ঙ্কর লড়াই শুরু হয়েছে।

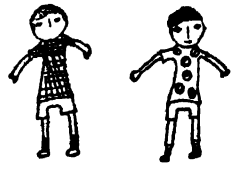

ডোডোবাবু আর তাতাইবাবু গিয়েছিলেন কলকাতার বাইরে। ট্রেনে করে ফিরে আসছেন হাওড়ায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পাশেই এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন, দেখলেই বোঝা যায় এই প্রথম কলকাতায় আসছেন। ব্যাণ্ডেল পেরুনোর পর থেকেই ভদ্রলোক কেমন অস্থির হয়ে উঠলেন, খালি জানলা দিয়ে বাইরে তাকান আর অন্ধকারের আবছায়ায় স্টেশনের নাম পড়ার চেষ্টা করেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পর পর দুটো স্টেশনের নাম পড়তে পারলেন না, ভদ্রলোকের কপালে ঘাম দেখা দিলো। তখন সামনে বসে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু চিনেবাদাম কিনে অতি সূক্ষ্মভাবে সমান ভাগে ভাগ করছিলেন, ভদ্রলোক তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা এ ট্রেনটা হাওড়ায় দাঁড়াবে তো?'

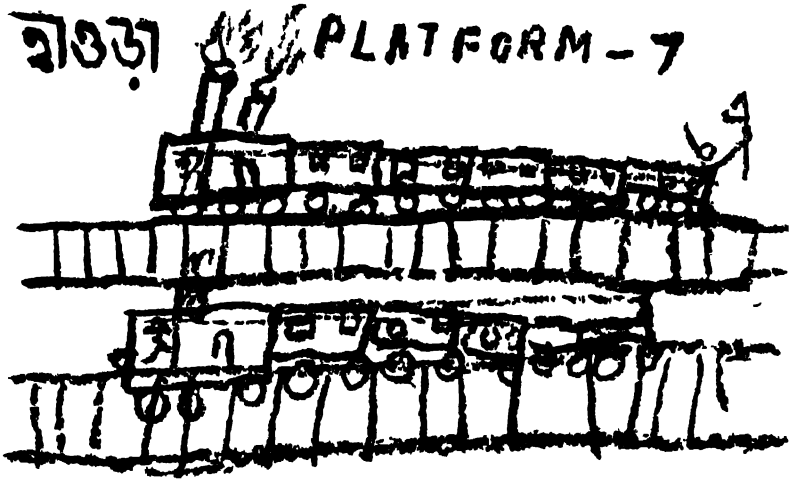

প্রশ্ন শুনে ডোডোবাবু আর তাতাইবাবু তো অবাক। ডোডোবাবু চমকে উঠে বললেন, 'বলেন কি, হাওড়ায় না দাঁড়ালে তো সর্বনাশ।' ভদ্রলোক একটু আশ্বস্ত হওয়ার চেষ্টা করলেন, 'আপনারাও হাওড়া নামবেন বুঝি?' তাতাইবাবু বললেন, 'আরে মশায়, আমরা হাওড়া নামি আর না-নামি, এ ট্রেন হাওড়ায় না দাঁড়ালে মহা কেলেঙ্কারি হবে।' ভদ্রলোক ঘাবড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'কেন?' এবার ডোডোবাবু বললেন, 'মশায়, হাওড়াতেই

ট্রেন শেষ। যদি হাওড়ায় না দাঁড়ায় পুরো ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঢুকে যাবে তারপর গঙ্গায় গিয়ে নামবে, তাহলে কি হবে বলুন তো?'

কি হবে ভদ্রলোক বলতে পারলেন না, কিন্তু জানলা দিয়ে স্টেশনের নাম পড়া ছেড়ে দিলেন।

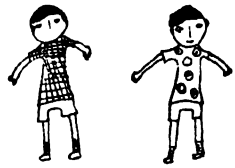

আজ হরিণঘাটার দুধ আসেনি। কি সব গোলমাল হচ্ছে আজ কদিন হলো আসছে না, ডোডোবাবু শুকনো মুখে সকালবেলায় দুধের ডিপো থেকে তৃতীয়বার খালি বোতল হাতে ফিরে এলেন। পথে তাতাইবাবুর সঙ্গে দেখা। তাতাইবাবুর হাতে ছোট একটা পেতলের ঘটি, তার মধ্যে টাটকা দোয়ানো গরুর দুধ।

ডোডোবাবু তাতাইবাবুর হাতে দুধ দেখে আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে গরুর দুধ পাওয়া যাচ্ছে?' তাতাইবাবু বললেন, 'তা পাওয়া যাবেনা কেন, এতো আর হরিণের দুধ নয়।' ডোডোবাবু চোখ তুলে বললেন, 'হরিণের দুধ কি বললেন, মশায়?' তাতাইবাবু বললেন, 'হরিণ-ঘাটার দুধ হরিণের দুধ নয় আপনাকে কে বলেছে? গরুর দুধ হলে তো আমার মতই পেতেন, হরিণের দুধ বলেই পাওয়া যায় না।' ডোডোবাবু চটে গিয়ে বললেন, 'আপনার ঐ দুধতো আগাগোড়াই জল, ওটাকেই বা গরুর দুধ বলছেন কেন, ওটাকে টিউবওয়েলের দুধ বলুন।' ডোডোবাবু কিছু মিথ্যে বলেন নি। গোয়ালারা এমন জল মেশাচ্ছে দুধে, কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও কি কৌশলে দোয়ানোর সময় জল মিশিয়ে দেয় কিছুতেই ধরতে পারেন না তাতাইবাবু।

তাতাইবাবু আজ ঝগড়া করলেন না, দুঃখ করে ডোডোবাবুকে বললেন, 'জোলো দুধ খেয়ে খেয়ে একেবারে রোগা হয়ে গেলাম মশায়।'

ডোডোবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এটাকে বন্ধ করা খুব কঠিন নয়। সারা কলকাতায় দুধে জল মেশানো আমি একদিনে বন্ধ করে দিতে পারি।'

তাতাইবাবু অবাক, 'বলেন কি মশায়। তা করতে পারলে সারা কলকাতার লোক আপনাকে মাথায় করে রাখবে!' ডোডোবাবু ভয় পেয়ে বললেন, 'যারা মাথায় করে রাখবে তারা যেন সমান লম্বা হয়, না হলে ভীষন কষ্ট পাবো। আমার ছোট মামা মোহনবাগানে রাইট আউটে খেলতো, একদিন চ্যারিটি ম্যাচে জেতার পর দলের লোকেরা তাকে এক-ঘণ্টা মাথায় করে নাচে। এক একটা লোক এক এক সাইজের। সেই থেকে ছোটমামা আজ আড়াই মাস বিছানায় গড়াচ্ছে।'

একটু থেমে নিয়ে ডোডোবাবু যোগ করলেন, 'সে যা হোক, দুধে জল মেশানো আমি ইচ্ছে করলেই থামাতে পারি।'

তাতাইবাবু অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু ডোডোবাবুর কাছ থেকে জানতে পারলেন না, কি করে দুধে জল মেশানো তিনি বন্ধ করে দেবেন, ডোডো-বাবু মৃদু হেসে এড়িয়ে গেলেন, বললেন, 'পরে বলবো।'

ডোডোবাবু আজ কয়েকদিন হলো কলকাতার বাইরে গেছেন, যাওয়ার সময় তাতাইবাবুকে একটা ছোট কাগজে লিখে দিয়ে গেছেন :

কী ভাবে কলকাতায় দুধে জল দেওয়া বন্ধ করা যায়।।

'পাঁচ কেজি পাকা তেঁতুল কিনিতে হইবে। সেই তেঁতুল ব্যাগে লইয়া সন্ধ্যার পর গুটি গুটি টালা ট্যাঙ্ক বাহিয়া উঠিয়া উহার মধ্যে গুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। এত বড় শহরের জলের মধ্যে অত সামান্য তেঁতুলে কোনো প্রকার টকস্বাদ কেহই ধরিতে পারিবে না। কিন্তু পরদিন সকালে কলিকাতার যেখানে যে গোয়ালা দুধে জল মিশাইতে চাহিবে, অমনই জলের

মধ্যে বিন্দুমাত্র তেঁতুল থাকার ফলে দুধ কাটিয়া ছানা হইয়া যাইবে। ফলে যে সকল গোয়ালা বলে, আমরা দুধে জল মেশাই না, তাহারা তো ধরা পড়িবেই ; কয়েকদিন পর পর এইরূপ করিতে পারিলে অন্যান্য অসৎ গোয়ালাও অবশেষে লোকসান দিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া জল মেশানো ছাড়িয়া দিবে।'

এই কাগজের টুকরো পাঠ করে অনুপস্থিত বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে তাতাইবাবুর মন পুলকিত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পরেই তাতাইবাবু বাজারের দিকে ছুটলেন তেঁতুল কিনতে।

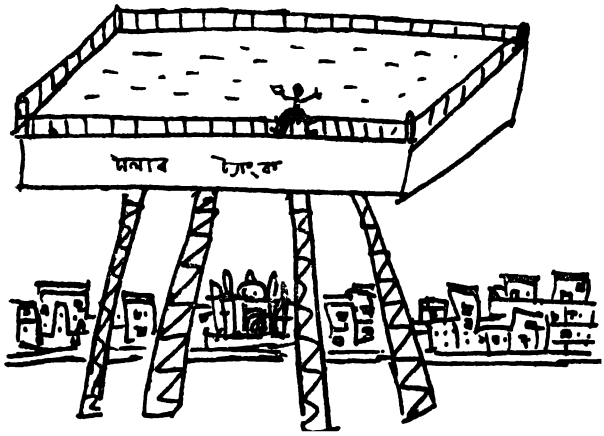

কিন্তু কলকাতার গয়লারা ভীষণ চালাক। তারা কি করে সব জেনে গেলো। এরপর থেকে আর কর্পোরেশনের কলের জল তারা দুধে মেশায় না, এখন মেশাচ্ছে টিউবওয়েলের জল।

সারা পাড়া ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিকেল চারটে থেকে ইলেকট্রিক ফেল, এখন রাত আটটা বেজে গেছে, আলো জ্বলছেনা, পাখা চলছে না। তাতাইবাবুদের বাড়ির সামনের জানালায় ঠেস দিয়ে ডোডোবাবু তাতাই-বাবু বসে রয়েছেন।

অন্ধকারে দূর থেকে মনে হলো পিকুবাবু আসছেন, একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে খেতে। ডোডোবাবু বললেন, 'এই গরমে ইলেকট্রিক ফেল করলে তালপাখাই ভরসা।' তাতাইবাবু বললেন, 'কিন্তু বড় দাম হয়েছে। একটা পঞ্চাশ পয়সার পাখা তিনদিনে ভেঙে যায়।'

তাতাইবাবুর কথা শুনে পিকুবাবু বললেন, 'মাত্র তিনদিন যাবে কেন? একটা পাখায় একমাস চলবে অন্তত।' তাতাইবাবু বললেন, 'তাই যদি বলেন, আমার কাকার একটা পাখা আছে, আজ বিশ বছর চলছে।'

ডোডোবাবু, পিকুবাবু দুজনেই একথা শুনে অবাক হলেন। ডোডো-বাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, 'তালপাখা, বিশ বছর?'

তাতাইবাবু নরম করে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, বিশ বছর! জানেন, কাকা কি করে পাখা ব্যবহার করে? পাখাটা একদম নাড়ায় না।'

ডোডোবাবু অবাক হয়ে গেলেন, 'তাহলে, হাওয়া হবে কি করে?' তাতাইবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'ঐ তো মজা। কাকা একহাতে শক্ত করে পাখাটা ধরে রাখে আর তার সামনে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত নিজের মাথাটা দোলাতে থাকে, চমৎকার হাওয়া লাগে সেই দোলানিতে, একটু একটু ঘুমও আসে আবার।'

তাতাইবাবুর কথা শুনে ডোডোবাবু আর পিকুবাবু অবাক, হাতপাখা ছাড়াই দুজনে দুলতে লাগলেন।

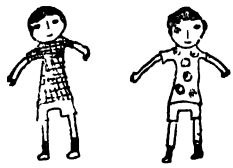

আকাশে খুব মেঘ, বৃষ্টি হচ্ছে ক্রমাগত। আবার এরই মধ্যে রোদ্দুরও উঠেছে। বৃষ্টি আর রোদ্দুর একসঙ্গে হলে শেয়ালের বিয়ে হয়, আর কোনো তাল শেয়ালের বিয়ে যদি সকাল বা বিকেলের দিকে হয়, তাহলে আকাশে একটা চমৎকার রামধনু উঠে প্যাণ্ডেল সাজায়।

লালটু মামার বাড়ি থেকে ফিরছিলো, দেখে পথে তাতাইবাবু আর ডোডোবাবু অবাক হয়ে রামধনু দেখছেন। লালটু বললো, 'এ আর কি রামধনু দেখছেন তাতাইদাদা, এতো হাফরামধনু। এইমাত্র আমি মামার বাড়ির ছাদে উঠে একটা পুরো গোল রামধনু দেখে এলাম।'

লালটুর মুখে এই শুনে ডোডোবাবু হেসেই খুন, 'রামধনু আবার হাফ, ফুল হয় নাকি! সবগুলোই তো এক রকম।' ডোডোবাবুর কথায় লালটু খুব রেগে গেলো, 'বললো, চলোই না একবার, দেখবে কি বিরাট সাইজের রামধনু, তোমাদের এটার ডবল।' তাতাইবাবু বললেন, 'চলুন না ডোডোবাবু একবার দেখাই যাক্।'

তিনজনে একটা ট্যাক্সি করে চললেন লালটুর মামার বাড়ির দিকে। দুঃখের কথা, পথেই নামলো বৃষ্টি। গাড়ি থেকে নেমে ভিজতে ভিজতে

মামার বাড়ির ছাদে এক ছুটে যখন তাঁরা গিয়ে উঠলেন তখন সারা আকাশ মেঘ-ভরা, কোথাও কোনো রামধনুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

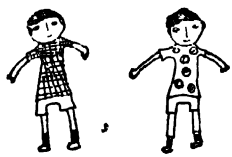

...প্রতিদিন বিকেলবেলা সন্ধ্যাসঙ্ঘের মাঠে সাদা জুতো সাদা মোজা পরে প্যারেড করেন তাতাইবাবু আর ডোডোবাবু। এঁরা দুজনে যে খুব ভাল প্যারেড করতে পারেন তা নয়, জোর করে লেফট রাইট করাও তাঁদের খুব পছন্দ নয় কিন্তু কিছুদিন প্যারেড করলেই সঙ্ঘ থেকে একটা করে বাঁশি দেয় সকলকে, সেই লোভেই এঁরা লেফট-রাইট করে চলেছেন।

বাঁশি পাওয়া গেলো না বটে, তবে কয়েকদিন পরে সঙ্ঘের থেকে চিড়িয়াখানা যাওয়ার আয়োজনে দুজনেই নিমন্ত্রণ পেলেন। তারপর রবিবার দুপুরে দুজনে স্নান খাওয়া করে আর সকলের সঙ্গে সঙ্ঘের মাঠে গিয়ে বাসে উঠলেন। বাসে উঠেই জানালার ধারে বসা নিয়ে ডোডোবাবু আর তাতাইবাবুর মধ্যে ভীষণ ঝগড়া লেগে গেলো।

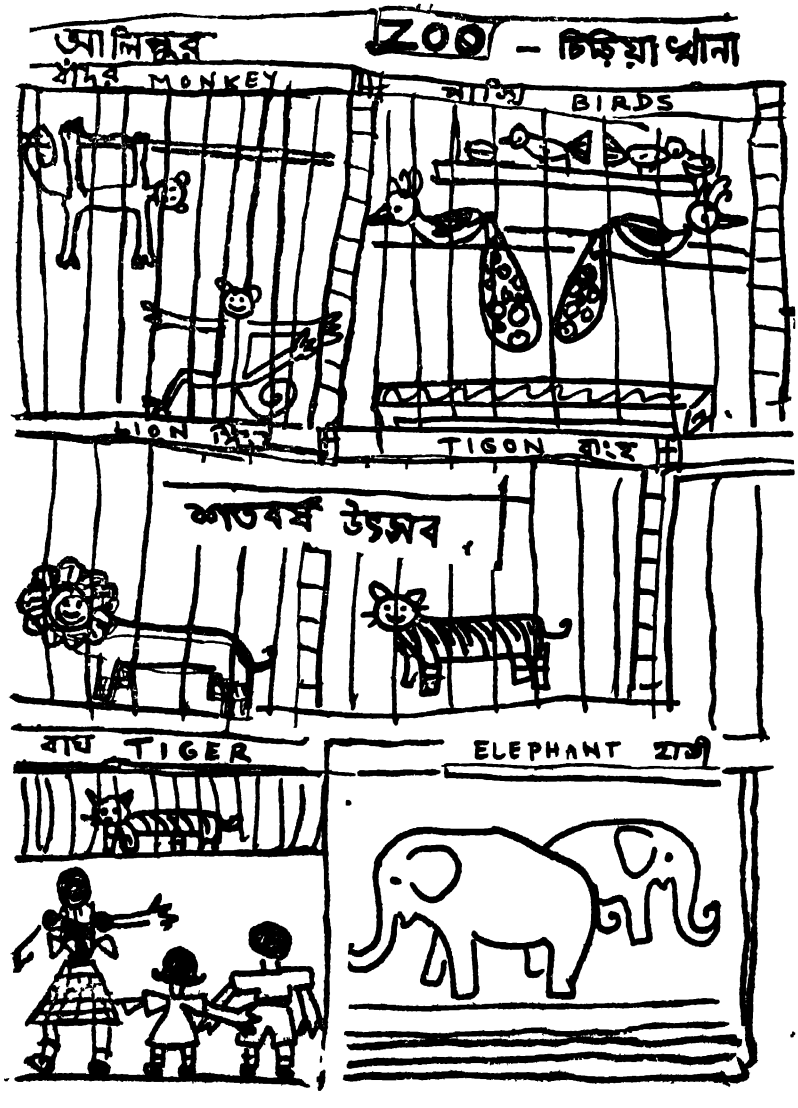
আলিপুর
ZOO - চিড়িয়াখানা
বাঁদর MONKEY
পাখি BIRDS
LION সিংহ
TIGON বাঘ
শতবর্ষ উৎসব
বাঘ TIGER
ELEPHANT হাতী

ঝগড়া থেকে হাতাহাতি, মারামারি। খুব রেগে গিয়ে বাস ছাড়ার আগেই জানালা দিয়ে নেমে বাড়ি চলে গেলেন তাতাইবাবু, কেউই হৈ হট্টগোলে এটা লক্ষ্য করলো না।

কিন্তু চিড়িয়াখানায় গিয়ে সকলের খেয়াল হলো, তাতাইবাবু কোথায় গেলো ?

কেউ কিছু জানেনা শুধু ডোডোবাবু সবই জানতেন কিন্তু। তাতাইবাবুর ঘুষিতে তখনো তাঁর নাক ফুলে রয়েছে, রাগে দুঃখে তিনি চুপ করে রইলেন।

চিড়িয়াখানা দেখা মাথায় উঠলো, সবাই তাতাইবাবুর খোঁজ করতে লাগলো, শেষে কোনো খোঁজ না পাওয়ায় ফিরে আসতে হলো সবাইকে। এসে দেখা গেলো তাতাইবাবু তাঁর নিজের ঘরে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

এই কেলেঙ্কারির পর থেকে তাতাইবাবুর প্যারেড বন্ধ।

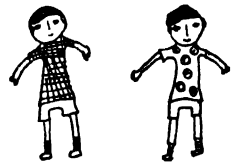

বুলা এসেছে তাতাইবাবুদের বাড়ি বেড়াতে। তখন তাতাইবাবু আর ডোডোবাবু বসে বসে লুডো খেলছিলেন। তাতাইবাবু একটু অন্যমনস্ক হলেই ডোডোবাবু হাত দিয়ে দান ঘুরিয়ে ছক্কা করে দেন।

যদিও বুলা নামে এই মেয়েটিকে তাতাইবাবু আগে কখনো দেখেননি, কিন্তু তার দিকে বেশী মনযোগ দিতে পারছিলেন না। এ রকম ব্যবহারে অভ্যস্ত নয় বুলা, তাই কিছুক্ষণ লুডো খেলার পাশে বসে থেকে শেষে বিরক্ত হয়ে তাতাইবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছড়া কাটলো ঃ

এই ছেলে তোর নাম কি
কলাখেকো মাছি ?

তাতাইবাবু দীর্ঘ জীবনে আর কখনো এ রকম অপমান হননি, তার উপরে এই ছড়াটা শুনেই ডোডোবাবু খিল খিল করে হাসতে লাগলেন।

রেগে গিয়ে তাতাইবাবু লুডোর পুরো ছকটাকে এক ধাক্কায় উল্টিয়ে এতক্ষণের খেলার দফা রফা করে দিলেন। ডোডোবাবু প্রায় জিতে এসেছিলেন, খেলা এই রকম ভাবে শেষ হওয়ায় তিনিও অতিশয় ক্ষেপে গেলেন। প্রায় একটা মারামারি লাগে আর কি।

এই সময় হঠাৎ একটা লুডোর হলদে রঙের ঘুঁটি তুলে নিয়ে বুলা বললো, 'এই নিয়ে আবার খেলে নাকি? এতো মেয়েদের কপালের টিপ।' সত্যি সত্যিই হলদে ঘুঁটিটা একটা টিপের মত করে কপালের ঘামে সেঁটে দিলো বুলা! তাতাইবাবু আর ডোডোবাবু ঝগড়া থামিয়ে লুডোর ঘুঁটির এই পরিণতি অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। চার রঙের ষোলটা টিপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কপালে আটকাতে লাগলো বুলা, তারপর নির্বিকার ভাবে পনেরোটা ঘুঁটি হাতে ভরে নিয়ে এবং একটাকে কপালে টিপ করে বাড়ি ফিরে গেলো।

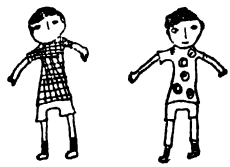

সকাল থেকে তাতাইবাবু একা একা বসে আছেন। একে বিচ্ছিরি বৃষ্টি তার উপর কোন সঙ্গীসাথী নেই। তাই খুব বিরক্ত বোধ করছেন।

এমন সময় বাইরের জানালার নিচে পরপর দুটো হাঁচির শব্দ শোনা গেলো। তাতাইবাবু উৎসুক হয়ে তাকালেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। আবার অরেকটা হাঁচির শব্দ হলো জানালার নিচে, তাতাইবাবু জিগ্যেস করলেন, 'কে ডোডোবাবু নাকি?' এইবার একগাল হাসিভরা মুখ দেখা গেলো ডোডোবাবুর, জানালায় মুখ তুলে তিনি বললেন, 'কি করে বুঝলেন?' তাতাইবাবু বললেন, 'হাঁচির শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছি।'

রউড়

বাইরের বৃষ্টিতে মাথাটা ভিজে গেছে, হাত দিয়ে মাথাটা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে ডোডোবাবু বললেন, 'হাঁচির শব্দ শুনেই বুঝে গেলেন, আমি ?' তাতাইবাবু উত্তর দিলেন, 'তা বুঝবো না ? আপনার তো কেমন গোল গোল 'ড়' এর মতন হাঁচি ?' 'ড়' এর মত হাঁচি ?' ডোডোবাবু অবাক হলেন।

তাতাইবাবু জবাবে বললেন, 'সব হাঁচি কি আর এক রকম মশায় ? এই তো আমার হাঁচি 'র' এর মত সরু, লম্বা লম্বা। আর আমার বুবুদিকে যদি কখনো হাঁচতে দেখেন, দেখবেন 'ঢ়' এর মত থমকে থমকে চলেছে তো চলেছেই।' যেন ব্যাকরণের কোনো প্রশ্নের উত্তর শিখলেন, ডোডোবাবু বললেন, 'হাঁচি তা হলে তিন রকম ?' তাতাইবাবু আরো কি বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ডোডোবাবুর আবার হাঁচি শুরু হলো, 'ড়' এর মত গোল গোল হাঁচির শব্দে ঘর সরগরম হয়ে উঠলো, সে আর থামেই না, যেন 'ড়' এর বিরাট প্রসেশন।

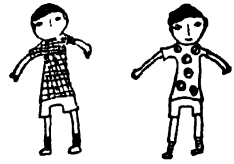

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের টেস্ট ম্যাচ খেলা হচ্ছে। দুপক্ষেই খেলোয়াড় সংখ্যা অতি অল্প। দর্শক সংখ্যাও কম, মাত্র দুজন ছেন্টু আর ছেন্টুর বোন। দুপক্ষে প্লেয়ারও দুজন, একজন একজন করে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ডোডোবাবু একাই ব্যাট চালাচ্ছেন আর ভারতের পক্ষে বল করছেন তাতাইবাবু।

প্রথমে ইট দিয়ে উইকেট করা হয়েছিলো। কিন্তু আগের ইনিংসে তাতাইবাবু ব্যাট করতে করতে যখন বোল্ড আউট হলেন, একটার পর একটা ইট দমাদম পড়তে লাগলো তার পায়ের ওপর, পায়ে জুতো ছিলো তার ওপরে তাড়াতাড়ি পাটা সরিয়ে নিতে পেরেছিলেন তাই জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যাননি।

এই শিক্ষার পর নতুন ইনিংসে ডোডোবাবু দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা উইকেটের সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু উইকেটে বল লাগলেও ডোডোবাবু আউট মেনে নেন না, একাধারে দর্শক ও আম্পায়ার ছেণ্টু বললেও মানেন না। এখন বুদ্ধি করে এক বালতি জল নিয়ে এসেছেন তাতাইবাবু প্রত্যেকবার বল করার আগে বলটা একবার জলে ডুবিয়ে নেন, আউট হলে একেবারে মোক্ষম ছাপ পড়বে উইকেটে।

কিন্তু ডোডোবাবু আর আউট হচ্ছেন না, একের পর এক ওভার বাউণ্ডারি মেরে যাচ্ছেন আর সব বল গিয়ে পড়ছে পাশের বাড়িতে। তিন-বার বল ফেরত দিলেন তাঁরা, চারবারের বার তাতাইবাবু ছুটে যেতে বললেন, 'আর যেন বল এদিকে না আসে।'

কিন্তু তাতাইবাবু কি করবেন, ডোডোবাবু আবার বল উড়িয়ে দিলেন। তাতাইবাবু একা আর যেতে ভরসা পেলেন না। এবার ডোডোবাবুর সঙ্গে গুটি গুটি চললেন পাশের বাড়ি বল আনতে। ওদের দেখে পাশের বাড়ির ভদ্রলোক রেগে বললেন, 'এ বাড়িতে এতগুলো বাচ্চা, তোমরা এত জোরে জোরে বল মারছো, যদি কারোর গায়ে লাগে, সে তো মারা পড়বে।' তাতাইবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, ডোডোবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনাদের বাড়িতে অতগুলো বাচ্চা, কাবোর কিছু হলে আমরা কি করবো। কিন্তু আমাদের তো বল একটাই, ওটা ফেরত চাই।'

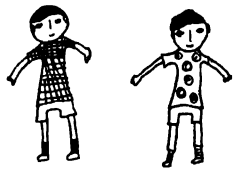

বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে কাকার সঙ্গে বাজার থেকে ফিরছিলেন তাতাইবাবু। কাকা একটু এগিয়ে গিয়েছেন, তাতাইবাবু আস্তে আস্তে আসছেন, ডোডোবাবুর বাড়ির দরজায় তাঁর সঙ্গে দেখা। ডোডোবাবু বললেন, 'কি বাজার করলেন, তাতাইবাবু?' তাতাইবাবু একমুখ বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'আর বাজার? যেমন আমার কাকা, সম্পূর্ণ ঠকে এলাম।'

ডোডোবাবু বললেন, 'সে কি, কি করে ঠকলেন?'

তাতাইবাবু বললেন, 'আর বলবেন না। কয়েকটা চিংড়িমাছ, আমি গুনে দেখলাম সতেরোটা কি আঠারোটার বেশী হবে না তাই ওজন করে মাছওয়ালা কাকাকে বললো, আড়াইশো। অমনি কাকা আড়াইশো মাছের দাম দিয়ে দিলো। বেগুন, পটল, আলু সবতাতেই তাই হলো।' ডোডো-বাবু সব শুনে বললেন, 'আর বলবেন না, বাজারে এর চেয়েও বেশি জব্দ হয়েছি আমি। সেদিন মোড়ের দোকান থেকে একটা ডিম কিনে আনলাম। বাসায় এসে দেখি সেটা একেবারে পচা।

তখনই ছুটে গেলাম ডিমের দোকানে, গিয়ে রেগে বললাম, একটামাত্র

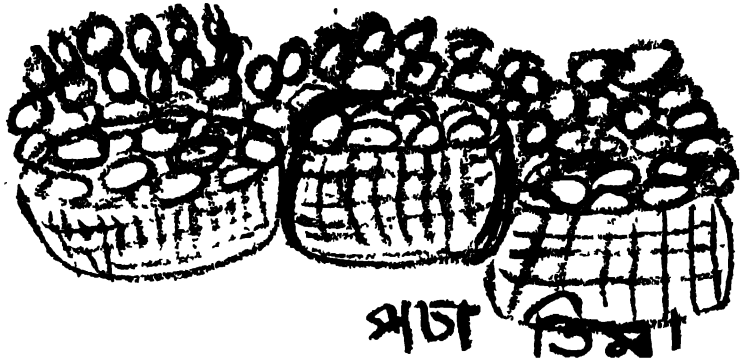

ডিম নিয়েছি, সেটাই পচা দিয়েছেন। উত্তরে দোকানদার কি বললে জানেন ?' তাতাইবাবু একটু থমকে গিয়ে বললেন 'কি ?' 'দোকানদার রেগে গিয়ে আমাকে বললো,' ডোডোবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনি তো মাত্র একটা পচা ডিম নিয়ে এত ক্ষেপে গেছেন আর দেখুন তো, আমার এই দোকানে হাজার হাজার পচা ডিম। কোথায় আমাকে একটু সহানুভূতি দেখাবেন, তা তো নয়ই, বরং আমার ওপরে রাগারাগি করছেন।'

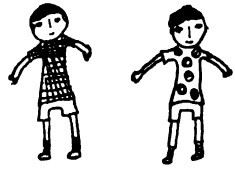

কোথায় একটা বাচ্চা ছেলে গলায় মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ির সুতো লেগে গলার নালী কেটে মারা গেছে, এই খবর জানার পর থেকেই তাতাইবাবু ভয়ে ভয়ে গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে রাখছেন, সদাসর্বদা। এই বেশে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডোডোবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা, তাতাইবাবুর গলায় সদ্য কার্তিকমাসে মাফলার দেখে ডোডোবাবু অবাক, ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি খুব ঠাণ্ডা পড়েছে ?'

তাতাইবাবু ঠাট্টা ঠিক ধরতে পারলেন না, গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনি জানেন না ?' ডোডোবাবু সত্যিই জানেন না, কিন্তু তাতাইবাবুর মুখে ঘটনাটা শুনেও তিনি খুব ভীত হলেন বলে মনে হলো না, বরং তিনি

বললেন, 'দেখুন মশাই কোথায় কে একটা বাচ্চা ছেলে হঠাৎ ঘুড়ির সুতোয় গলা কেটে মারা গেছে, সেইজন্যে আপনি সারা জীবন গলায় মাফলার বেঁধে কাটিয়ে দেবেন ?' ডোডোবাবুর কথায় তাতাইবাবুর খুবই রাগ হলো, তিনি ডোডোবাবুকে বললেন, 'ওপরের দিকে তাকান, ঐ যে সাততলা বাড়িটার ছাদের কার্ণিসের ডগায় একটা লাল আলো জ্বলছে ওটা কেন জ্বলছে ?' ডোডোবাবু এই প্রশ্নের কোনো মানে খুঁজে পেলেন না, তাই ফাজলামি করে বললেন, 'ওটা বোধহয় বাড়ির মাফলার।'

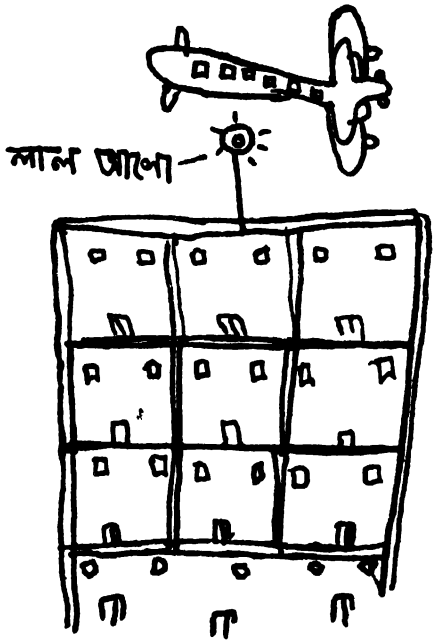

তাতাইবাবু কিন্তু লুফে নিলেন কথাটা 'এই তো বেশ বুদ্ধিমানের মত জবাব দিয়েছেন, বাড়ির ছাদে যাতে এরোপ্লেন গুঁতো না খায় তাই উঁচু উঁচু বাড়িতে ঐ আলো রাত্রিতে জ্বেলে রাখে। কিন্তু ডোডোবাবু, কখনো কোনো এরোপ্লেনকে গুঁতো খেতে দেখেছেন, দেখেননি তবুও কোথাও কোনদিন খেয়েছিলো একটা গুঁতো, তারপর থেকে ভয়ে ভয়ে সব লম্বা বাড়ির ছাদে একটা করে লালবাতি। আর এই রকম কারণে আমার গলায় মাফলার।'

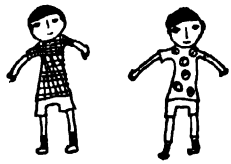

তাতাইবাবু এখন খুবই উত্তেজনার মধ্যে আছেন, বলতে গেলে ডোডো-বাবুরও একই অবস্থা। উত্তেজনার আরম্ভ হলো যখন কাল সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় তাতাইবাবুর বাবার বন্ধু রবিকাকা তাতাই-বাবুর বাবাকে বললেন, 'কাল তোমাকে লিফ্‌ট দেবো, ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় মেট্রোর সামনে দাঁড়িও।'

তাতাইবাবুর কথাটা শুনে একদম বিশ্বাস হয়নি, তাই রবিকাকা চলে যাওয়ার পর ছুটে গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, সত্যি কাল তোমাকে রবিকাকা লিফ্‌ট দেবে?' বাবা অবাক হয়ে গেলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু এ কথা কেন?'

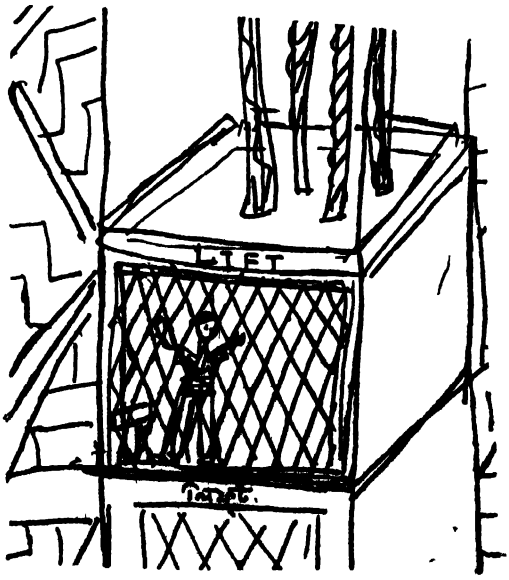

কেন তার বাবা কি বুঝবে, বুঝবেন ডোডোবাবু। তাতাইবাবু সেখানেই ছুটলেন। ডোডোবাবুও অবাক, তাতাইবাবু-ডোডোবাবু দুজনেই লিফ্‌টে চড়ে ওঠানামা করতে খুব ভালবাসেন। একদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গিয়ে চলন্ত সিঁড়িতেও চড়ে এসেছেন। কিন্তু এই পণ্ডিতিয়ার পাড়ায় কিংবা তাঁদের স্কুলে লিফ্‌টে চড়ার সুযোগ মেলে কই? রবিকাকা যখন সত্যিই একটা লিফ্‌ট তাতাইবাবুর বাবাকে দিচ্ছে তার অবশ্যই সদ্ব্যবহার করতে হবে। দুঃখের বিষয়, দুজনেই থাকেন একতলা বাড়িতে।

অনেক আলাপ অলোচনার পর ঠিক হলো, অন্য কারো বাড়িতে না লাগিয়ে বাড়ির সামনেই ল্যাম্পপোষ্টের সঙ্গে লিফ্‌টটা লাগানো হবে।

এখন দুজনেই অধীর অপেক্ষায় আছেন, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। দশ মিনিটের মধ্যে রবিকাকার গাড়িতে বাবা ও রবিকাকা এসে পৌঁছালো, বাবাকে নামিয়ে দিয়ে রবিকাকা হাত নেড়ে চলে গেলো। কিন্তু লিফ্‌ট, লিফ্‌ট কোথায়—অতবড় জিনিসটা নিশ্চয় পিছনে কোনো লরিটরিতে আসছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে যখন কিচ্ছু দেখা গেল না, অস্থির হয়ে তাতাইবাবু বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা রবিকাকা লিফ্‌ট দেয়নি?' বাবা আবার অবাক, 'হ্যাঁ দিলো তো, রবির গাড়িতেই তো এলাম।'

কিন্তু লিফ্‌ট যদি দিয়েই থাকে তো, সে লিফ্‌ট গেলো কোথায়? তাতাইবাবু ভেবে আর কূলকিনারা পাচ্ছেন না, ডোডোবাবুও না।

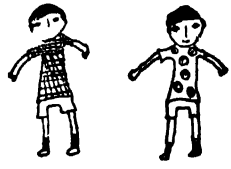

তাতাইবাবুর যে সব বাড়িতে যাতায়াত তার কোনো কোনোটার দরজায় কলিংবেল আছে। তাতাইবাবুর খুব শখ কলিংবেল বাজানো। কিন্তু অধিকাংশ বাড়ির লোকই অতি হিংসুক প্রকৃতির, তারা এত উঁচুতে বেল লাগিয়ে রাখে যে তাতাইবাবু কিছুতেই হাত পান না।

সেদিন হঠাৎ রাস্তায় যেতে যেতে তাতাইবাবুর চোখে পড়লো, মোড়ের নতুন বাড়িটার দরজায় একটা কলিংবেল বেশ নিচুতে লাগানো। দেখে তাতাইবাবুর মনটা খুশিতে ভরে গেলো, তিনি কিছুতে লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন কিন্তু দেখা গেলো, যতটা নিচুতে ভেবেছিলেন, তা নয়। সোজাসুজি হাতের নাগালে না পেয়ে তাতাইবাবু পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন বোতামটা টেপবার।

এদিকে ডোডোবাবু নিজেদের বাড়ির জানালা থেকে এই দৃশ্য দেখে একটা মোড়া হাতে করে দৌড়ে এলেন। পায়ের শব্দে পিছন ফিরে তাতাইবাবু দেখলেন ডোডোবাবু। ডোডোবাবু গর্বিত মুখে বললেন, 'দাঁড়ান আমি টিপে দিচ্ছি।' তাতাইবাবু একটু পিছোতেই ডোডোবাবু লাফ দিয়ে মোড়ায় উঠে বেলটা টিপে দিলেন। বাড়ির মধ্য থেকে পায়ের শব্দ এগিয়ে এলো দরজা খুলতে আর অমনি তাতাইবাবু এক লাফে রাস্তা পার হয়ে ওপার থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'ডোডোবাবু, এবার ধাক্কা সামলান। এ বাড়ির কাউকে কিন্তু চিনি না।' বলেই তাতাইবাবু ছুট।

ততক্ষণে বাড়ির দরজা খুলে গেছে, এক বুড়ো ভদ্রলোক সামনে

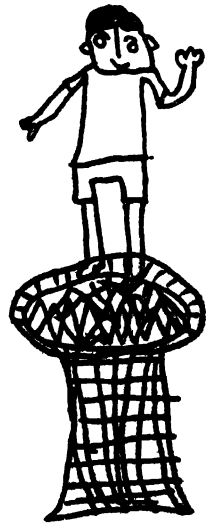

ডোডোবাবুকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চাই ?' আর কাকে চাই ! ডোডোবাবুর সে কি বিপদ। ভ্যাবাচ্যাকা ডোডোবাবু মোড়া ফেলে রেখেই এক ছুট। বুড়ো কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে একা একাই গজর গজর করতে লাগলেন, 'এ কোন্ পাড়ায় এলাম রে বাবা।' তারপর মোড়াটা তুলে ভিতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

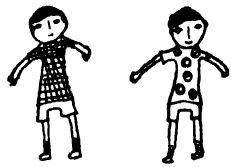

চিরদিনই তাতাইবাবুর কুকুর বিড়ালের খুব শখ। রাস্তা থেকে কত কুকুর বিড়ালের ছানা যে তিনি কোলে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাতাইবাবুর মা এইসব নোংরা জিনিস একদম সহ্য করতে পারেন না। ফলে বাড়িতে প্রবেশ করার কয়েক মুহূর্ত পরেই সেগুলি আবার রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয় এবং কখনো কখনো এই সামান্য কারণে তাতাই-বাবুকে প্রহৃতও হতে হয়।

ছোট বাড়ি, লুকিয়ে রাখার কোনো উপায় নেই, এই বাচ্চাগুলি অতি নির্বোধ, নিজেরাই গুটি গুটি বেরিয়ে আসে, না হলে কুঁই কুঁই করে কান্না জুড়ে দেয়, এবং তাতাইবাবু ধরা পড়ে যান। তাই আজকাল তাতাইবাবু মায়ের চোখের আড়ালে রাস্তাঘাটে কুকুর বিড়াল ধরে খেলা করেন। সেদিনও এই রকম একটা বিড়াল ধরেছেন, বিড়ালছানা নয় সত্যিকারের একটা সাদা-কালো বড় হুলো বিড়াল। হাল্কা শীতে রাস্তায় রোদ পোহাচ্ছিলো, তাতাইবাবু অতর্কিতে লেজটা চেপে ধরেছেন। বেড়ালটা এই ব্যবহারে রাগে গরগর করছে, মুখ খিঁচোচ্ছে, তবে কামড়াচ্ছে না। এই সাংঘাতিক ঘটনা দেখে ডোডোবাবু এগিয়ে এলেন, 'আরে তাতাইবাবু বেড়ালের লেজ ধরে টানছেন কেন ?' তাতাইবাবু রেগে গেলেন, 'কোথায় দেখলেন যে আমি বেড়ালের লেজ ধরে টানছি ?'

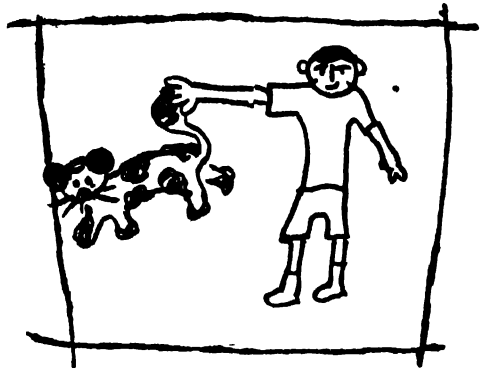

ডোডোবাবু আঙুল দিয়ে দেখালেন, 'এই তো।' তাতাইবাবু আরো চটে গেলেন, 'এই তো মানে কি? দেখছেন না আমি তো শুধু বেড়ালের লেজটা ধরেছি, বেড়ালটাই তো টানাটানি করছে!' যুক্তি শুনে ডোডোবাবু তাজ্জব, তিনি আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাতাই-বাবুর মা এসে গিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তাতাইবাবু তারপর ডোডোবাবু এবং শেষে বিড়ালটাও যেন কি বুঝে তিনজনে তিনদিকে দৌড়।

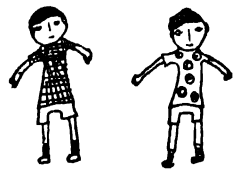

আজ কিছুদিন হলো ডোডোবাবু আর তাতাইবাবু দুজনেই খুব দুঃখিত। তারা কেবলই আমাকে এসে বিরক্ত করেন, 'আমাদের কথা আর ছাপা হচ্ছে না কেন?' আমি বাধ্য হয়ে তাঁদের বোঝালাম, দেখুন ডোডোবাবু, তাতাইবাবু আপনারা এমন কিছু করুন যাতে জিনিসটা লেখার মত হয়, আপনারা খবর তৈরী করুন, দেখবেন ভাবতে হবে না, খবর একা একাই ছাপা হবে।'

ডোডোবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আমরা কি ভাবে খবর তৈরী করবো?'

আমি তখন বোঝালাম, খুব সোজা করেই বুঝিয়ে দিলাম, 'দেখুন, কুকুর তো মানুষকে কামড়ায় কিন্তু সেটা কোনো খবর হয় না। কিন্তু একটা মানুষ যদি কুকুরকে কামড়িয়ে দেয় তাহলেই সেটা বিরাট খবর, কারণ এরকম ঘটনা ঘটে না।'

ডোডোবাবু এবং তাতাইবাবু দুজনেই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, শুনে কি বুঝলেন, কে জানে ?

কিন্তু বিকেলে অফিস থেকে পাড়ায় ফিরে দেখি কেলেঙ্কারি কাণ্ড। রীতিমত ভিড় জমে গেছে, সবাই বলছে, 'ডোডোবাবু পাগল হয়ে গেছেন।'

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলাম, 'কি হয়েছে ?' দেখলাম ডোডোবাবুকে চারটে লোক জাপটে ধরে রেখেছে, তাঁর মাথায় একটা হাতপাখা দিয়ে তাতাইবাবু হাওয়া করছেন। আমার প্রশ্নের জবাব তাতাই-বাবু দিলেন, 'দুপুর থেকে ডোডোবাবুকে এই ভাবে ধরে রাখা হয়েছে, ছেড়ে দিলেই উনি দাঁত বার করে দৌড়ে গিয়ে রাস্তায় নেড়ি কুকুড়গুলোকে কামড়াতে যাচ্ছেন।'

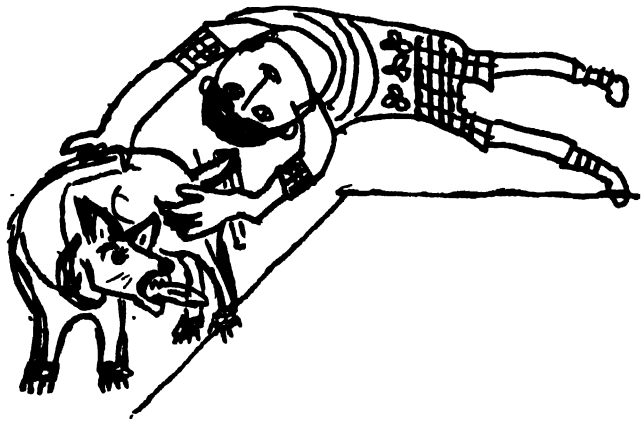

আমি শঙ্কিত হয়ে জানতে চাইলাম, 'উনি এখন পর্যন্ত কোনো কুকুরকে কামড়াতে পেরেছেন কি ?' ডোডোবাবু নিজেই কাঁদ-কাঁদ গলায় জবাব

দিলেন, 'কি করে কামড়াবো ? আমি দাঁত বার করে ছুটে যেতেই কুকুরগুলো উলটে আমাকেই ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে।'

আসল প্রশ্নটি করলেন, তাতাইবাবু, 'ডোডোবাবু তো কুকুরকে কামড়াতে পারলেন না, তাহলে আমাদের কথা কি ছাপা হবে না আর ?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই হবে। কুকুরকে কামড়ানোর মত কুকুরকে কামড়ানোর চেষ্টা করাও একটা খুব বড় খবর। আমি নিশ্চয়ই লিখে দেবো।'

এই শোনা মাত্র ডোডোবাবুর পাগলামি সেরে গেল। ডোডোবাবু আর তাতাইবাবু দুজনেই হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন।

বালিগঞ্জ থানার বড়দারোগা একজন পকেটমারকে জেরা করছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, একটু অন্ধকার অন্ধকার ভাব, এমন সময় দারোগাবাবু দেখলেন আট-নয় বছরের দুটি ছোট ছেলে থানার মধ্যে এসে ঢুকলো, তাদের চোখ-মুখ ফ্যাকাসে রীতিমত ভয়ের ছাপ, তারা গুটি-গুটি থানার যেখানে অনেক পুলিস বসে আছে সেখানে গিয়ে একপাশে বসলো।

বড়দারোগাবাবু ভাবলেন, নিশ্চয় এদের সঙ্গে বড়রা কেউ আছে, কোন দরকারে থানায় এসেছে, তিনি আবার পকেটমারকে জেরা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর তাকিয়ে দেখেন ছেলে দুটি তখনো থানায় বসে রয়েছে এবং দুজনেই খুব মনোযোগ দিয়ে কি একটা বই পড়ছে। দারোগাবাবু দুজনকে ডাকলেন, 'কি চাই ?' দুজনের মধ্যে একজন একটু লম্বা, সে বললো, 'আজ্ঞে, আমি ডোডোবাবু আর উনি তাতাইবাবু।' দারোগাবাবু দুজন বাচ্চা ছেলে পরস্পরকে আপনি আজ্ঞে করছে দেখে একটু সমীহ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'থানায় কি জন্যে এসেছেন ?' প্রশ্ন শুনে ডোডোবাবু তাতাইবাবু একবার

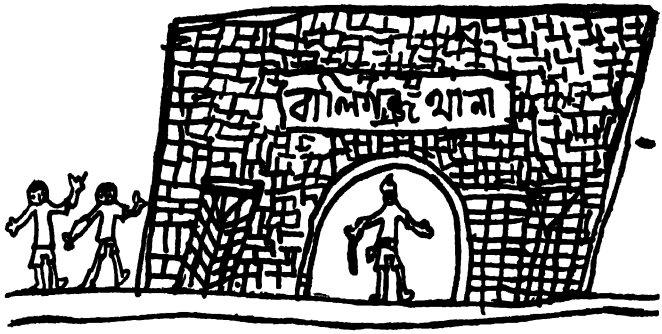

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন তারপর তাতাইবাবু বললেন, 'এই যে বইটা দেখছেন, সাংঘাতিক খুনের গল্প, গা ছমছম করে ওঠে, আমরা দুজনে মিলে ম্যাডাক স্কোয়ারে বসে বই পড়ছিলাম, এমন সময় সন্ধ্যা হয়ে এলো, চারদিকে লোকজন কম, ভীষণ ভয় করতে লাগলো, বইটা নিয়ে থানায় চলে এলাম। অনেক পুলিস-টুলিস আছে, এখানে বসে পড়তে একদম ভয় করছে না।'

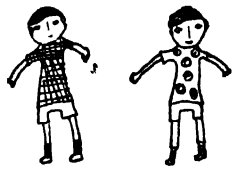

ডোডোবাবু তাতাইবাবু আজকাল একটু বড় হয়েছেন। তাঁরা বড়দের সঙ্গে সভা-টভায় যান। সভা ব্যাপারটা দুজনেরই খুব পছন্দ ; নতুন জায়গা অনেক লোকজন, ছোট-খাট সভা হলে কখনো বড়দের সঙ্গে একটু চা-বিস্কুট, এ সবই তাঁদের পছন্দ, শুধু পছন্দ নয় বক্তৃতা। বক্তৃতা শুনলেই দুজনেই অস্থির হয়ে ওঠেন। অথচ সভা হবে বক্তৃতা হবে না, এমন সভা ভূ-ভারতে কোথাও পাবে না।

এইরকম এক বক্তৃতার সভায় কয়েকদিন আগে দুজনে গিয়েছেন। বক্তা বক্তৃতা করছেন, ডোডোবাবু তাতাইবাবু সারা হলঘর জুড়ে কানা-মাছি

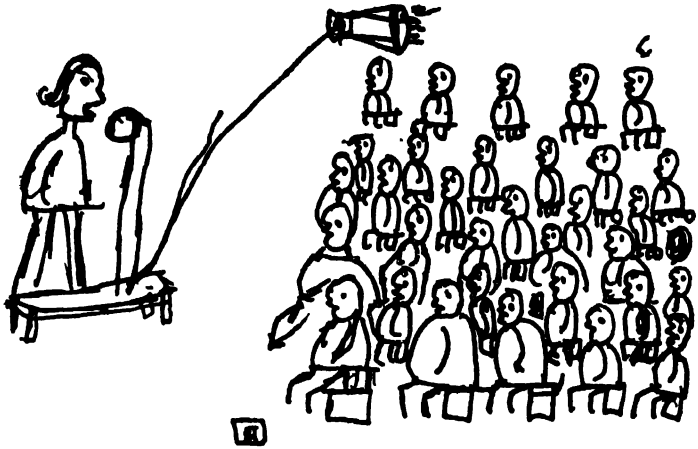

খেলছেন, সভাপতির চেয়ারের নিচ দিয়ে, তিন সারি টেবিল টপকে, বক্তাকে পাক খেয়ে তাঁরা ছুটোছুটি করছেন। মাঝে-মধ্যে চোখে চোখ পড়লে তাতাইবাবুর মা চোখ রাঙাচ্ছেন, তবু তাঁরা থামছেন না।

বক্তা কিন্তু, নির্বিকার, শুধু বক্তৃতা করতে করতে একটু থামলেন একবার, তারপর শ্রোতাদের কাছে জানতে চাইলেন, কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কি না, এতক্ষণ তিনি যে বক্তৃতা করলেন সেই বিষয়ে।

হঠাৎ দেখা গেলো চেয়ারের উপর ডোডোবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন। বক্তা অবাক, 'কোনো প্রশ্ন আছে ?' ডোডোবাবু বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বক্তা বললেন, 'কি ?' ডোডোবাবু বললেন, 'আপনার বক্তৃতা কখন শেষ হবে ?' বক্তা স্তম্ভিত। তাতাইবাবুর বাবা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বক্তাকে লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'দয়া করে কিছু মনে করবেন না।' বক্তা-ও ভদ্রতা করে জবাব দিলেন, 'না, না, মনে করার কি আছে, ওঁদের জন্যে আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।' এবার ফস করে লাফিয়ে উঠলেন তাতাইবাবু, বাবা তাঁকে থামানোর আগেই তিনি বক্তাকে বললেন, 'আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তবে বক্তৃতা করতে! কিন্তু আপনার বক্তৃতা শুনতে আমাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে।'

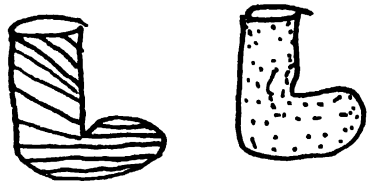

লাল মোজা হলদে-মোজা

ডোডোবাবু আর তাতাইবাবু দুজন মিলে বিকেল বেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন, হঠাৎ ত্রিকোণ পার্কের কাছে গিয়ে তাতাইবাবুর পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ডোডোবাবু একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। সত্যিই অবাক হওয়ার মত ব্যাপার, তাতাইবাবু পায়ে কালো বুটজুতো পরেছেন, সঙ্গে মোজা, কিন্তু দুই পায়ের মোজা দুই রঙের। ডান পায়ের মোজা লাল, বাঁ-পায়ের মোজা হলুদ।

ডোডোবাবু আজ কিছুদিন হলো খুব শিরাম পড়ছেন, বললেন, 'বেশ মোজার ব্যাপার করেছেন তো তাতাইবাবু।'

তাতাইবাবু নিজের মোজার দিকে একবার তাকিয়ে একটু অপ্রস্তুতভাবে বললেন, 'আর বলবেন না, ডোডোবাবু, এই এক আশ্চর্য কাণ্ড হয়েছে।'

ডোডোবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি আশ্চর্য কাণ্ড?'

তাতাইবাবু আর একবার মোজা দুটোর দিকে নজর দিয়ে তারপর বললেন, 'আশ্চর্যের কথা শুনুন। এই পায়ে দেখছেন তো একজোড়া মোজা, একটা হলুদ আর একটা লাল, আবার বাড়িতেও ঠিক তাই।'

ডোডোবাবু জানতে চাইলেন, 'বাড়িতে কি ব্যাপার?'

তাতাইবাবু উত্তর দিলেন, 'বাড়িতেও ঠিক ঐ একই ব্যাপার। আপনি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। বাড়িতেও ঠিক এমনি আর এক জোড়া মোজা আছে আমার, তার-ও একটা লাল আর একটা হলুদ।'

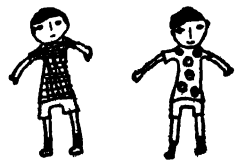

কয়েক মাস আগের কথা।

তিতি এসেছে তাতাইবাবুদের বাড়ি বেড়াতে। তিতি চার বছরের গোলগাল মেয়ে, তার একটি ভাই হয়েছে, তখন তার তিন-চার দিন আগে। তাতাইবাবু বড় মানুষের মত গম্ভীর গলায় তিতিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, তিতি তোমার নাকি ভাই হয়েছে?' তিতি চুল দুলিয়ে কানের রিং নাচিয়ে ভারিক্কি চালে বললো, 'আজ চারদিন হয়ে গেলো। তাতাইবাবু বললেন 'ভাই হয়েছে, খুশি হয়েছো তো?' তিতি বললো, 'খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু বোন হলে আরো ভালো হতো।' পাশেই ডোডোবাবু বসেছিলেন, তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

তিতি বললো, 'কেন আর কি? আমার সঙ্গে পুতুল খেলতে পারতো। ভাই তো তোমাদের মত ছেলেদের সঙ্গে খেলবে।'

ডোডোবাবু বিচক্ষণের মত পরামর্শ দিলেন, 'তা তুমি হাসপাতাল থেকে ভাই বদলিয়ে বোন নিয়ে এসো না।' তিতি খুব ঠাণ্ডা মাথায় কি যেন ভাবলো, তারপর মাথা নাচিয়ে বললো, 'এখন আর হবে না, চারদিনের

পুরনো হয়ে গেছে, এখন কি আর ফেরত নেবে, আগে বললে ঠিকই বদলিয়ে দিতো।'

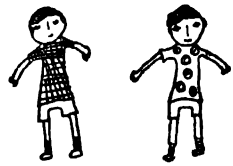

তাতাইবাবুর বাড়ির সামনের সিঁড়ির উপরে ডোডোবাবু তাতাইবাবু বসে রয়েছেন। রাস্তায় পাড়ার ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। এ বছর এ পাড়ায় ঘুড়ি ওড়ানোর ভারি ধূম।

আজ ডোডোবাবুর হাতে একটা নতুন ঘড়ি। কথায় কথায় ডোডোবাবু তাতাইবাবুকে বললেন, 'দেখুন, একটা কথা ভেবে দেখেছেন, ঘুড়ি যেমন আকাশে ওড়ে, ঘড়ির পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।'

কথাটা শুনে তাতাইবাবু খুবই চিন্তিত হলেন। তারপর বললেন, 'দেখুন আমার মনে হয় ঘড়িও উড়তে পারে।' ডোডোবাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেমন?' তাতাইবাবু বললেন, 'এই যে ঘড়ির কাঁটা দুটো দেখছেন, এই দুটো হলো ঘড়ির পাখা। আর ঐ ঘড়ির কাচটা হলো খাঁচা। খাঁচার মধ্যে আটকিয়ে রয়েছে তাই ঘড়ির কাঁটা দুটো পাখা মেলে উড়তে পারছে না। কাচটা খুলে ফেলুন আর তখনই দেখবেন ঘড়ি পাখা মেলে উড়ছে।' কথাটা ডোডোবাবুর খুবই পছন্দসই। পকেটে একটা পেন্সিলকাটা ছুরি ছিলো, তাই দিয়ে নতুন ঘড়ির কাচটা তিনি সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেললেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঘড়িটার উড়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না।

তখন তাতাইবাবু বললেন, 'দেখুন আমার মনে হচ্ছে, আমরা সামনে রয়েছি বলে ভয়ে ঘড়িটা উড়তে চাইছে না। ঘড়িটাকে হাত থেকে খুলে এইখানে রেখে চলুন একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াই।' ডোডোবাবু তৎক্ষণাৎ তাই করলেন।

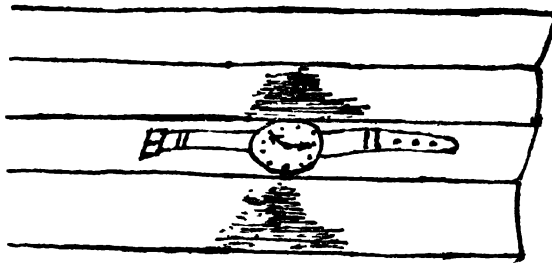

ডোডোবাবু আর তাতাইবাবু ঘড়িটাকে সিঁড়ির ওপর ফেলে রাস্তা দিয়ে মোড়ের দিকে চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে দুজনেই অবাক, তাতাইবাবুর কথাটাই সত্যি, ঘড়ির চিহ্নও কোথাও নেই, সত্যিসত্যিই উড়ে গেছে।

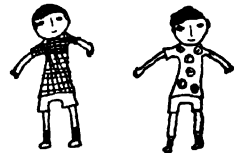

গরমের ছুটির পর আবার ইস্কুল খুলছে। খুলেই ষান্মাসিক পরীক্ষা। এমনিতে ঠাকুর দেবতার উপর তাতাইবাবুর খুব ভক্তি আছে বলে বোঝা যায় না কিন্তু পরীক্ষার সময় তিনি খুব ভক্তিমান হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময়ে। যতরকম ঠাকুর আছে সবাইকে প্রণাম করতে করতে যান। কিন্তু সেদিন, যেদিন ভূগোল পরীক্ষা ছিলো, দেখা গেলো পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসেও খুব প্রণাম করছেন আর বিড়বিড় করে কি প্রার্থনা করছেন। ডোডোবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার তাতাইবাবু?' তাতাইবাবু বিমর্ষকণ্ঠে বললেন, 'আর বলবেন না, দু-একটা ভুল করে ফেলেছি ভূগোলখাতায়, তাই প্রার্থনা করতে হচ্ছে।' ডোডোবাবু বললেন, 'কি ভুল করলেন, আর কি এত প্রার্থনা করছেন?' তাতাইবাবু সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, 'খুব বেশি কিছু নয়, ভগবানকে একটা সামান্য অনুরোধ করছি, ভগবান অন্তত সাত দিনের জন্যে রেঙ্গুনকে জাপানের রাজধানী করে দাও। 'আর···' কি বলতে গিয়ে তাতাইবাবু থেমে

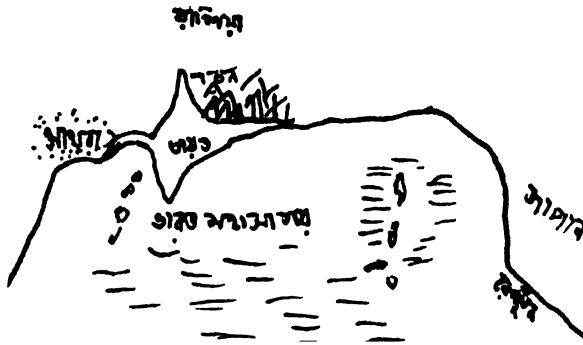

গেলেন। ডোডোবাবু চেপে ধরলেন, 'আর কি?' তাতাইবাবু একটু বিবেচনা করে বললেন, 'সেটা বোধহয় ভগবান পারবেন না।'

ডোডোবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'ভগবান কি পারবেন না?' তাতাইবাবু দুঃখিত গলায় বললেন, 'ভগবানের পক্ষে কি সম্ভব হবে এই ভূগোল খাতা দেখার কদিনের জন্যে সাহারা মরুভূমিটাকে আসামে নিয়ে আসতে,' তারপর অল্প একটু মাথা চুলকে তাতাইবাবু বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'কি যে হলো, লিখবো আফ্রিকা সে জায়গায় লিখে ফেললাম আসাম।'

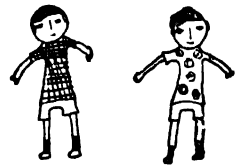

কয়েকদিন পরীক্ষা চলছিলো, পড়াশুনোর ঝামেলা তার উপরে আবার তিন দিন জ্বর হয়ে গেলো, ডোডোবাবু আসতে পারেননি। তাতাইবাবুও মা-বাবার সঙ্গে একটা বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনিও ডোডোবাবুর খোঁজখবর নিতে পারেননি। তাই আজ সকালবেলায় যখন পরিচিত কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেলো তাতাইবাবু ছুটে গিয়ে ডোডোবাবুকে দরজা খুলে দিলেন।

কিন্তু কি সাংঘাতিক ব্যাপার, ডোডোবাবুর পিছে পিছেই একটা বাঘা কুকুর। এই সামান্য কয়দিনের মধ্যে এতবড় একটা কুকুর ডোডোবাবু কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন তাতাইবাবু এই সব ভাবার আগেই কুকুরটা একলাফে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো।

তার পরেই তুলকালাম কাণ্ড। মায়ের অনেক আপত্তি সত্ত্বেও তাতাইবাবু আজ কিছুদিন হলো একটা বিড়াল পুষছেন। তাতাইবাবুর সেই সাধের বিড়াল কৃষ্ণকান্ত ঘরের একপাশে একটা বেতের মোড়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিলো, মুহূর্তের মধ্যে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘা কুকুরটা। পাশের একটা টেবিল এবং তার উপরের বইপত্র কাঁচের গেলাস সুদ্ধ মোড়াটা উল্টে গেলো, কৃষ্ণকান্ত কোনো রকমে একটা আলমারির মাথায় উঠে আত্মরক্ষা করলো। কিন্তু অত উঁচুতে অতর্কিতে উঠতে গিয়ে আলমারির মাথায় রাখা তাতাইয়ের কাকার দাড়ি কামানোর আয়না আর নারকেল তেলের শিশি ফেলে একেবারে ভেঙে চুরমার। তাতেও শেষ নেই। কুকুরটা এবার আলমারির পাশে দরজা পরদা আঁচড়ে ছিঁড়ে কৃষ্ণকান্তের ওপর ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করলো।

অবস্থা দেখে ডোডোবাবু বললেন 'সর্বনাশ!' কাঁপতে কাঁপতে তাতাইবাবুও বললেন, 'সর্বনাশ!'

ডোডোবাবু বললেন, 'সাংঘাতিক কুকুর'। ডোডোবাবুও কাঁপছেন। তাতাইবাবুও কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'সাংঘাতিক কুকুর।' ডোডোবাবু

বললেন, 'কোথা থেকে আনলেন ?' অবাক হয়ে ডোডোবাবু বললেন, 'মানে ?' তাতাইবাবুও বললেন, 'মানে ?' তখনো পাজি কুকুরটা লাফাচ্ছে আর গজরাচ্ছে। দুই বন্ধুর থতমত ভাবটা কেটে গেলে ব্যাপারটা বোঝা গেলো একটু পরে, ডোডোবাবুর সঙ্গে কুকুরটা আসেনি আবার তাতাইবাবুর কুকুরও নয়। একেবারে বেপাড়ার গুণ্ডা কুকুর খোলা ঘরে বিড়াল দেখে ঢুকে পড়েছে। ব্যাপার বুঝে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু দুজনেই ঢিল মেরে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিলেন, কৃষ্ণকান্ত গুটি গুটি আলমারির উপর থেকে নেমে এলো।

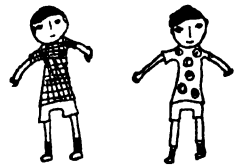

আজ কিছুদিন হলো তাতাইবাবুর ভীষণ ঝোঁক পড়েছে দাবা খেলার উপর। বাসায় একটা পুরানো দাবার ছক আর গুটির বাক্স রয়েছে, যখনই সময় পান সেটা সাজিয়ে বসে পড়েন খেলার জন্যে।

কিন্তু খেলবেন কার সঙ্গে ?, তাতাইবাবুর বাবা হয়তো কখনো সময় করে এক আধবার খেলতে বসেন কিন্তু তাতাইবাবু স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে বাবা তাঁর সঙ্গে খুব মন দিয়ে খেলছেন না এবং এইভাবে খেলাটা তাতাইবাবু খুব সম্মানজনক মনে করেন না।

এদিকে মুশকিল হয়েছে ডোডোবাবু কিছুতেই দাবা খেলাটা শিখে নিচ্ছেন না। তিনি সম্প্রতি বয়স্কাউটে যোগদান করেছেন, তাঁর অবসর সময় যাচ্ছে প্যারেড করতে আর স্যালুট করতে। এমন কি যখন একা একা থাকেন তখনো আপন মনে প্যারেড ও স্যালুট করে যান। অর্থাৎ তাতাইবাবুর যেমন দাবার নেশা হয়েছে, ডোডোবাবুর হয়েছে প্যারেডের নেশা।

সুতরাং তাতাইবাবুকে একা দাবা সাজিয়ে বসে থাকতে হয়। দুদিন

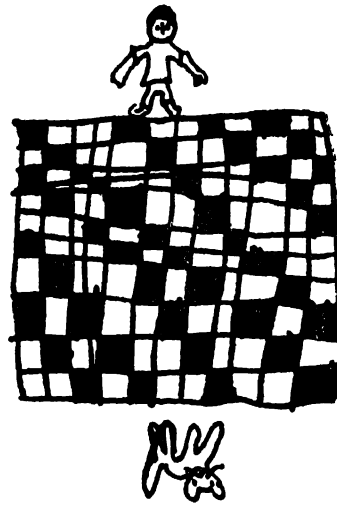

হলো একজন খেলোয়াড় পেয়েছেন তিনি, তার নাম হলো কৃষ্ণকান্ত, সেই তাতাইবাবুর বিড়াল। দাবার ছকের বিপরীত দিকে গম্ভীর হয়ে সত্যিকার খেলোয়াড়ের মত বসে থাকে কৃষ্ণকান্ত, মাঝে মধ্যে হাতি-ঘোড়া, নৌকা-মন্ত্রী শুঁকে শুঁকে দেখে, পা দিয়েও উল্টে দেয়। তাতাইবাবু নিজের চাল দেন, দিয়ে কৃষ্ণকান্তের থাবা দিয়ে কৃষ্ণকান্তের চালও দিয়ে দেন। কৃষ্ণকান্ত নাকি ভালই খেলছে।

সেদিন ডোডোবাবু এসে এই ঘটনা দেখে অবাক। ডোডোবাবু দাঁড়িয়ে আছেন আর কৃষ্ণকান্ত তাতাইবাবুর সঙ্গে খেলে যাচ্ছে। ডোডোবাবু আর থাকতে না পেরে বলে ফেললেন, 'বাঃ, আপনার কৃষ্ণকান্ত দেখি খুব চালাক হয়েছে, দাবা খেলতে শিখেছে।' তাতাইবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনি যত চালাক ভাবছেন তত চালাক নয়, ছয়বার খেলা হয়েছে তার মধ্যে চারবারই কৃষ্ণকান্ত হেরেছে, মাত্র দুবার জিতেছে।'

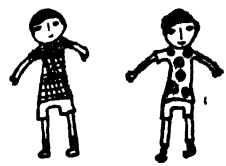

ঠান্ডা মশারি

ভীষণ গরম পড়েছে। আকাশে গনগন করছে রোদ। দুপুর বেলায় জানালা-দরজা বন্ধ করে ঘরে পাখা ছেড়ে সুয়েও শান্তি নেই, বারে বারে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার বিদ্যুৎ থাকলেও ভাপসা গুমোটে অল্পসময়ের মধ্যেই পাখার হাওয়া গরম হয়ে উঠছে।

সহর শুদ্ধ সমস্ত লোক জিব বার করে কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে। শুধু কোনো সমস্যা নেই, ডোডোবাবু এবং তাতাইবাবুর। তাঁরা তাঁদের ঘর এয়ার-কণ্ডিশন মানে সিনেমাহল যেমন ঠাণ্ডাঘর হয় তাই করে নিয়েছেন। বুদ্ধিটা এসেছিলো ডোডোবাবুর মাথায়। তাঁরা দুজনে গিয়েছিলেন একটা বড় হোটেলে যার আগাগোড়া এয়ারকণ্ডিশন করা, তাতাইবাবুর বাবার বন্ধু আজিজকাকা সেখানে এসেছেন, সেখানে গিয়ে ডোডোবাবু স্থির করলেন এরপর থেকে আর কষ্ট করবেন না, এয়ারকণ্ডিশনেই থাকবেন। বাড়ি ফেরার পথে তাতাইবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে ফেললেন, তারপর এসেই মশারিটা বিছানার উপর থেকে খুলে জলে ভিজিয়ে নিয়ে এসে দুজনে সেই ভেজা মশারি টাঙ্গিয়ে পাখাটা ছেড়ে দিয়ে তার নিচে শুয়ে পড়লেন, চমৎকার ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ার আবেশে দুজনের চোখ জড়িয়ে এলো।

বেশ আরামেই কাটলো কয়েক ঘণ্টা, কিন্তু দুঃখের বিষয় এরপর থেকে ভেজা মশারির নিচে শোয়ার জন্যে দুজনেরই চোখ লাল, গলা ফোলা।

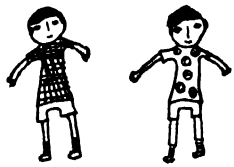

তাতাইবাবুদের বাইরের ঘরের চেয়ারটার একটা হাতল ভেঙে গেছে। হাতলের দোষ নেই, পুরনো হয়েছে, তা ছাড়া তার উপর অত্যাচারও খুব হয়েছে। কাল রবিবার সারা দুপুর হাতলটিকে ঘোড়া হতে হয়েছিলো এবং ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে চালাতে গিয়ে তাতাইবাবুই সেটা ভেঙে ফেলেছেন।

আজ সকাল থেকে তাতাইবাবু বসে গেছেন হাতুড়ি-পেরেক নিয়ে চেয়ারটা সারাতে, ডোডোবাবুও এসে গেছেন, তাতাইবাবুর বাবা বাজারে গিয়েছেন, এই সুবর্ণ সুযোগ, এই অবসরে চেয়ারটা সারিয়ে ফেলতে হবে। তাতাইবাবুর বাবা যখন বাজার থেকে ফিরলেন, তখন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। আগে চেয়ারের একটা হাতল ভাঙা ছিলো, এখন দুটোই ভাঙা, তার উপরে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হয়েছে যে, তাতাইবাবুর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল হাতুড়ির আঘাতে থেঁৎলে রক্ত বেরিয়ে গেছে, তাতাইবাবু ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ধরে বসে আছেন। আর সামনে বসে ডোডোবাবু কাঁদছেন।

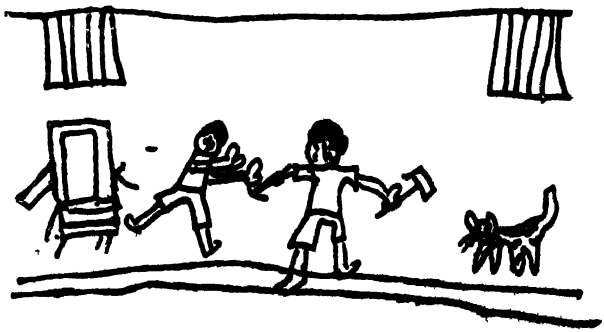

তাতাইবাবুর বাপ অবাক, আঙুলে চোট লেগেছে তাতাইবাবুর আর কাঁদছেন ডোডোবাবু, এমন বন্ধুত্ব অকল্পনীয়। প্রথমটা কিছুই বোঝা গেলো না, তাতাইবাবুর আঙুলে ডেটল এবং ডোডোবাবুকে সান্ত্বনা দেওয়ার পর আসল খবর জানা গেলো, যখন তাতাইবাবু ডোডোবাবুকে ধমকে উঠলেন, 'আপনি হাসলেন কেন ?' ডোডোবাবু চোখের জল মুছে বললেন, 'তাই বলে আপনি মারবেন ?'

সোজা কথা তাতাইবাবুর হাতুড়ি পেরেকে না লেগে আঙুলে লাগায় ডোডোবাবু হেসেছিলেন এবং তারই পরিণতি এই।

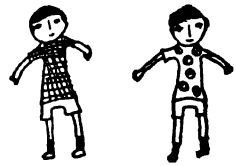

চারদিকে চাঁদের হাট বসেছে, একেবারে অমাবস্যার চাঁদ। চোখে চোখে কালো চশমা, কালো চশমার নিচে লাল চোখ। একেক চোখের একেক রকম অবস্থা, কোনোটা ফুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কান পর্যন্ত চলে গেছে, আবার কোনোটা পানা-পুকুরের মত সব বুজে গেছে শুধু একটা ছোট ফাঁক দিয়ে মধ্যে মধ্যে জল বেরিয়ে আসছে।

ডোডোবাবুর অবস্থা শোচনীয়, দুটো চোখের দুরকম গতিক। একটা চোখ কপালের দিকে উঠে গেছে, আরেকটা নেমে গেছে ঠোঁটের দিকে, দুটো চোখই জবাফুলের মত টকটকে। তাতাইবাবুর ডান চোখটা ভালই

আছে কিন্তু বাঁয়ের চোখটা কেমন কড়ির মত উল্টে গেছে, তা দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে অবিরাম ধারায়। দুজনেই দুটো বড় বড় কালো চশমা চোখে দিয়ে বসে আছেন আর আলোচনা করছেন চোখের অসুখ নিয়ে। তাতাইবাবু বললেন, 'যাকে দেখছি তার চোখেই কালো চশমা।' ডোডোবাবু বললেন, 'আমি অসুখটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছি না, আমার সমস্যা দাঁড়িয়েছে কালো চশমা নিয়ে।'

তাতাইবাবু বললেন, 'কেন আপনার তো চশমা রয়েছে?' ডোডোবাবু বললেন, 'সেটাই তো সমস্যা এত লোকের কালো চশমা আছে, এটা আগে কখনো জানতেন?' তাতাইবাবু বললেন, 'এ ব্যাপারটা অবশ্য ভাববার বিষয়। গত বছর লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন কাকার সঙ্গে রাতে ট্রামে চড়ে বেড়াতে গেছি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না, হঠাৎ কোথা থেকে বৃষ্টি এলো ঝুপঝুপ করে, সেই ট্রামে দেখি প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছাতা, শুধু আমি আর কাকা ভিজলাম। আচ্ছা বলুন তো সেই চলন্ত ট্রামে এতগুলো লোক হাতে ছাতা পেলো কোথায়?' ডোডোবাবু বললেন, 'কি জানি, এখন থেকে কালো চশমা ঠিক করে রাখতে হবে। আর হারালে চলবে না।' তাতাইবাবু বললেন, 'আর ছাতা?' ডোডোবাবু বললেন, 'সেটা সবসময় হাতে রাখবেন, শীতে, গ্রীষ্মে, দিনে, রাতে, জ্যোৎস্নায়।'

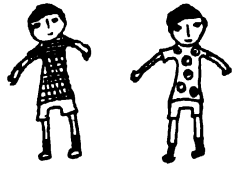

ডোডোবাবু তাতাইবাবু বাড়ির সামনের রাস্তায় খেলছিলেন, খেলা দেখতে সামান্যই, বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা তার মধ্যেই কিন্তু অনেক মারপ্যাঁচ, অনেক কায়দা কৌশল। একেকবার ডোডোবাবু উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন, একেকবার তাতাইবাবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লাফিয়ে উঠছেন, দুজনেই খেলায় দারুণ মত্ত।

এমন সময় রাস্তার এক ভদ্রলোক ডোডোবাবু এবং তাতাইবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন, তিনি মফঃস্বলের অথবা অন্য কোন পাড়ার লোক, কি যেন খুঁজছেন বলে মনে হচ্ছে। ডোডোবাবু-তাতাইবাবু খেলা থামিয়ে বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক বললেন, 'হাজরার মোড়টা কি এই দিকে?' তাড়াতাড়ি রক্ষা পাওয়ার জন্যে ডোডোবাবু একবাক্যে জবাব দিয়ে দিলেন 'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক কিন্তু গেলেন না, অনেক ঘুরেছেন বোধ হয়, জানতে চাইলেন, 'কত দূর হবে?' এইবার তাতাইবাবু বোঝাতে গেলেন, 'এই সামনের দিকে গিয়ে বাঁয়ের গলিটা ছেড়ে তারপর ডাইনের দিকে বাঁক নেবেন, তারপর আবার ডাইনে একটা গলি আছে, সেটায় যাবেন না। তারপর সামনে বাঁ দিকে। না না ভুল হলো, ডাইনের গলির বাঁ দিকে হবে না, বাঁয়ের গলির বাঁ দিকে ··তাতাইবাবু কেমন গুলিয়ে ফেললেন সব। ডোডোবাবু ভাল করে বোঝাতে গেলেন, 'না, না, বাঁয়ের গলির বাঁ দিকে যেতে হবে না, বাঁয়ের গলির ডানদিকে এগিয়ে তারপর বাঁ দিকে,···' এইভাবে আরো জটিল হয়ে গেলো বোঝানোটা।

ওদিকে খেলার সময় নষ্ট হচ্ছে, ওদিকে বুঝিয়ে বলা যাচ্ছে না, তাতাইবাবু বাধ্য হয়ে ডোডোবাবুকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোককে বললেন, 'দেখুন, আপনাকে সত্যি কথা বলছি, এখান থেকে হাজরার মোড়ে যাওয়া যায় না।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে পিছন ফিরলেন, ডোডোবাবু আবার বল ছুঁড়ে দিলেন তাতাইবাবুর দিকে।

আবার তাতাইবাবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে লাফিয়ে উঠলেন।

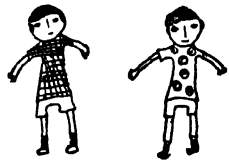

পুনাইবাবুর বিড়াল স্বর্ণকান্তের সদ্য সদ্য দুটো বাচ্চা হয়েছে, দুটোই সাদা, এখনো চোখ ফোটেনি, হাত পায়ের ব্যবহার শুরু হয়নি, গোল হয়ে জড়াজড়ি করে মায়ের পেটের কাছে টেনিস বলের মত তারা পড়ে আছে। রাস্তার ওপারে থাকেন পুনাইবাবু, স্বর্ণকান্তকে তাতাইবাবু উপহার দিয়েছিলেন এবং তাতাইবাবুর বিড়াল কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে নাম মিলিয়ে তার নাম রাখা হয়েছিলো। পুনাইবাবু খুশি মনে বাচ্চা হওয়ার সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে তাতাইবাবুদের বাড়িতে আসছিলেন। পুনাইবাবুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে এলেই তাতাইবাবুদের সামনের ঘরটা চোখে পড়ে। পুনাইবাবু দেখলেন ঘরে বসে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু কি গল্প করছেন। তাতাইবাবুদের বাড়ির সামনে এসে ফুটপাথ থেকে ঘরে না ঢুকে পুনাইবাবু জানালেন, 'এই যে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু স্বর্ণকান্তের দুটি বাচ্চা হয়েছে।' তাতাইবাবু বললেন, 'খুব ভালো খবর, এখনই দেখতে আসছি, কিন্তু ডোডোবাবু কোথায়, আমি তো এখানে একা বসে আছি!' পুনাইবাবু অবাক, 'সে কি কথা এই মাত্র এখানে ডোডোবাবুকে দেখলাম, দুজনে গল্প করছেন।' তাতাইবাবু বললেন, 'ডোডোবাবু আজ সারাদিন এদিকপানে আসেননি। আপনি ভুল দেখেছেন। সে যা হোক কটা বাচ্চা হয়েছে বললেন দুটো?' পুনাইবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দাঁড়ান মশায় আরেকবার দেখে আসি।' তাতাইবাবু

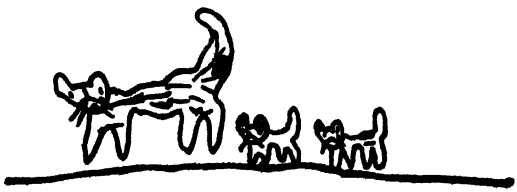

বিচলিত হয়ে বললেন, 'সে কি ঠিক মতো দেখে আসেন নি ?' পুনাইবাবু বললেন, 'ভালোভাবেই দেখে এলাম কিন্তু যা ভুল হচ্ছে আজকাল, এই মাত্র আপনাদের দুজনাকে দেখলাম, এখন দেখছি আপনি একা, ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবো বাচ্চা দুটো নয় একটা।' পুনাইবাবুর এই কাতরোক্তি শুনে এতক্ষন টেবিলের নিচে লুকিয়ে থাকা ডোডোবাবু হোহো করে হেসে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনজনে হৈহৈ করে স্বর্ণকান্তের বাচ্চাদের দেখতে গেলেন।

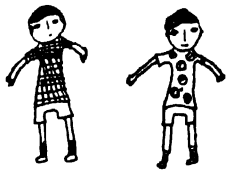

অত কষ্ট করে মুখস্থ করে এসেছিলেন, কিন্তু এখন পরীক্ষা দিতে বসে তাতাইবাবুর কিছুতেই মনে পড়লো না আফ্রিকার পাঁচটি জন্তুর নাম। শুধু জেব্রা আর জিরাফ মনে পড়ছে।

পুজোর ছুটির আগে প্যাচপ্যাচে বর্ষায় সেকেণ্ড টার্মিনাল পরীক্ষা। আজকেই খুব বিপদে পড়েছেন তাতাইবাবু, কিছুতেই পাঁচটা জন্তুর নাম মনে করতে পারছেন না। শেষে দশবার মাথা চুলকিয়ে বুদ্ধি করে লিখলেন, আফ্রিকার পাঁচটি জন্তু হলো তিনটে জেব্রা আর দুটো জিরাফ। এর পরের প্রশ্নটা জলের মত, সাইবেরিয়া কোথায় ? তাতাইবাবু গোটা গোটা অক্ষরে লিখলেন, ভারতে নয়। এর পরে কয়েকটা প্রশ্ন পার হয়ে তাতাইবাবুর চোখে পড়লো, ম্যামি কাকে বলে। এটা তাতাইবাবু খুব ভালো জানেন। একদিন মিউজিয়ামে গিয়ে ডোডোবাবুর সঙ্গে ম্যামি দেখেও এসেছেন। তাতাইবাবু এখন ঝর ঝর করে লিখলেন, মিশরের প্রাচীন অধিবাসীদের বলা হতো ম্যামি। যাক, বাঁচা গেলো, পরীক্ষা শেষ।

তাতাইবাবু খুশি মনে বাড়ি ফিরে দেখেন ডোডোবাবু এসে গেছেন।

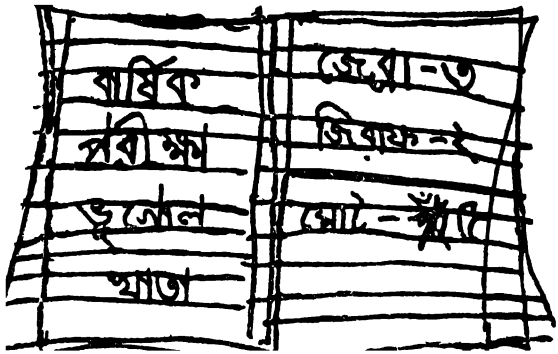

পরীক্ষার খাতা হাতে হাতে দিয়ে দেয়। খাতাটা তাতাইবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো কাটলো কেন? মাধ্যাকর্ষণের উত্তরটা কি ভুল হলো?' তাতাইবাবু দেখলেন, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলেন না কেন কাটা গেলো ডোডোবাবুর উত্তরটা 'মাধ্যাকর্ষন নিউটন আবিস্কার করেন, ইহা সাধারনত ইংল্যাণ্ডে আপেল গাছের নিচে দেখা যায়।'

আজ এক সপ্তাহ ধরে ডোডোবাবু আর তাতাইবাবুর মধ্যে কথার লড়াই শুরু হয়েছে, কে কত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে অন্যকে বোকা বানাতে পারে তাই নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। অথচ বিষয়টি শুরু হয়েছিলো সামান্য ভাবে। তাতাইবাবু একটু চালাকি করে একদিন বলে ছিলেন, 'আমার বাবা লেখকদের বাড়িতে কাজ করেন।' ডোডোবাবু অবাক হয়ে গেলেন, 'লেখকদের বাড়ি আবার কি বলছেন মশায়?' তাতাইবাবু হাততালি দিয়ে বললেন, 'এই সামান্য জিনিস বুঝতে পারছেন না লেখকদের বাড়ি মানে রাইটার্স বিল্ডিংস।'

ডোডোবাবু গম্ভীর হয়ে উঠে চলে গেলেন ফিরলেন পরের দিন হাসি-হাসি মুখে, এসেই বললেন, 'জানেন তিনতলা বাড়ির বলাইদা পাখিদের কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছেন?' তাতাইবাবু কিছুটা আগেই অনুমান করেছিলেন, বললেন 'ও পাখিদের কোম্পানি মানে বার্ড কোম্পানি।' ডোডোবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন, কিন্তু তার হাতে আজ আরো বহু অস্ত্র তিনি ঝপ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বলুন দেখি মশা কেমন করে কামড়ায়?' তাতাইবাবু এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে কেন যেন চটে গেলেন, 'মশা কেমন করে কামড়াবে? আদর করে কামড়াবে?' ডোডোবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'আরে রেগে যাচ্ছেন কেন, জানেন না আগে মশা কামড়াতো কুট করে,

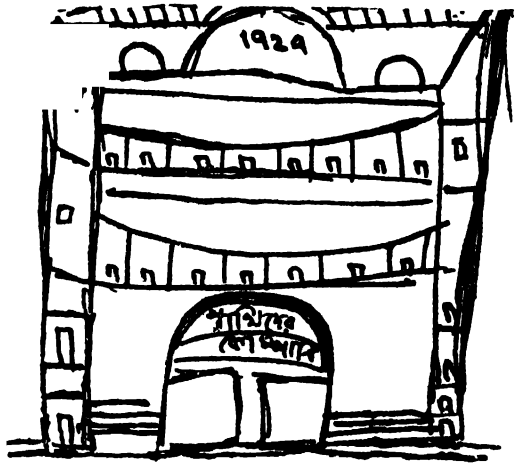

এখন কামড়ায় খ্যাক করে।' তাতাইবাবু আরো রেগে হাত-পা ছুঁড়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, পাশেই কৃষ্ণকান্ত নামে বিড়ালটা ছিলো, তার লেজে পা পড়তেই সে ফ্যাঁচ করে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলো।

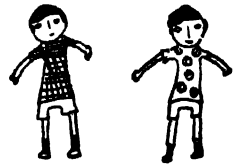

প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ডোডোবাবু তাতাইবাবু একটা পুরনো পত্রিকা হাতে তাতাইবাবুদের জানালায় বসে আছেন, আর মধ্যে মধ্যে সেই বৃষ্টির মধ্যে দুজনে দুটো পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, দুটো কাগজই জলের তোড়ে ছুটছে আর ডোডোবাবু তাতাইবাবু কার কাগজটা ফার্স্ট হয়, কে জেতে তাই নিয়ে ঝগড়া করছেন।

একে রবিবার, তায় বৃষ্টি, তাতাইবাবুর বাবা ঘরেই বসে আছেন, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে এই প্রতিযোগিতা দেখছিলেন, অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা শুধু শুধু কাগজ ছিঁড়ছেন, কাগজের নৌকা বানাতে পারেন না?' ডোডোবাবু-তাতাইবাবু দুজনেই ঘাড় নেড়ে জানালেন, 'না?' তাতাইবাবুর বাবা বললেন, 'নৌকা, জাহাজ, এরোপ্লেন, বন্দুক কিছুই বানাতে পারেন না?' দুজনেই আবার ঘাড় নাড়লেন। তাতাইবাবুর বাবা মৃদু হেসে বললেন, 'খালি বড় বড় কথা, খালি টনি গ্রীগ আর উলগানাথন, কাজের বেলায় কিছুই জানেন না, একেবারে রম্ভা, যাকে বলে নট নড়ন চড়ন নট বোঝেন সোঝন নট ফট।' ডোডোবাবু-তাতাইবাবু অবাক, 'এ আবার কি ভাষা?' তাতাইবাবুর বাবা উৎসাহিত হয়ে গলা কাঁপিয়ে বললেন, 'ইফ্ যদি ইজ হয় বাট্ কিন্তু হোয়াট মানে কি?' ডোডো-বাবু-তাতাইবাবু আরো অবাক, কথাগুলো চেনাচেনা কিন্তু ব্যাপারটা কি?

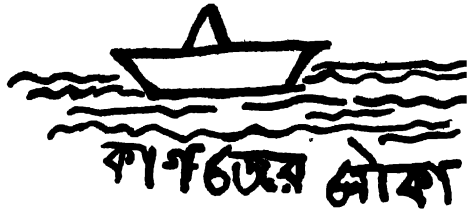

ব্যাপারটা কি ? কিছুই নয়, প্রথমটা ঐ যে নট ফট ওটা তাতাইবাবুর বাবার মার্বেল খেলার মন্ত্র, উচ্চারণ করলেই প্রতিপক্ষ চুপ। তিরিশ বছর পরে এখনকার ছেলেরা আর এটা জানে না, বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাতাইবাবুর বাবা ভাবতে লাগলেন, ইফ যদি ইজ হয় হোয়াট মানে কি, তারপর ছেঁড়া পত্রিকাটি হাতে নিয়ে বললেন, 'দেখি নৌকা বানানো ভুলে গেছি কি না।'

কয়েকদিন হলো ভীষণ বর্ষা নেমেছে, সারাদিন ধরে কেবল ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। তাতাইবাবুদের বাড়ির সামনের ফুটপাথে যে কুকুরগুলো থাকে তাদের খুবই কষ্ট, বৃষ্টির জলে আর ঠাণ্ডা হাওয়ায়, আর খাবারও জুটছে না। ফলে দু-একটা কুকুর এসে সিঁড়ির নিচে আশ্রয় নিয়েছে। তাতাইবাবুদের সিঁড়ির নিচে দরজার পাশে কয়েকটা ভাঙা বেতের চেয়ার আছে, তারই নিচে এবং উপরে কুকুরগুলো শুয়ে থাকছে।

এই নিয়ে তাতাইবাবুর মা'র খুব আপত্তি এবং বাড়িতে গণ্ডগোল। সেই গণ্ডগোলে তাতাইবাবু ডোডোবাবু শুদ্ধ তাতাইবাবুর বাবা-কাকা-মা সবাই জড়িয়ে গেলো। অবশেষে ঠিক হ'লো এই দুর্দিনে কুকুরগুলিকে তাড়ানো উচিত হবে না, কিন্তু ওরা তো রাস্তার কুকুর সারা গায়ে নোংরা, ওদের প্রতিদিন সাবান দিয়ে স্নান করাতে হবে যদি সিঁড়ির নিচে রাখতে হয়।

এরপর ডোডোবাবু-তাতাইবাবু কুকুরের সাবান কিনতে বেরোলেন। তাতাইবাবুর মা বলে দিলেন, 'কুকুরের জন্য একেবারে আলাদা সাবান চাই।'

তাতাইবাবুরা কিন্তু দোকানে গিয়ে অবাক, তাঁরা যেই বললেন 'কুকুরের জন্য একটা সস্তার সাবান দিন।' দোকানদার বললো 'কুকুরের সাবান সস্তায় হবে না সেই সবচেয়ে দামি।' ডোডোবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কুকুরের আবার আলাদা সাবান আছে নাকি?' দোকানদার বার করে দেখালো। সত্যিই দেখা গেলো কুকুরের আলাদা সাবান বটে, গায়ে স্পষ্ট ইংরেজিতে লেখা আছে 'ডগ সোপ'।

তাতাইবাবু সাবানটা হাতে নিয়ে দেখে ফেরৎ দিলেন, দোকানদারকে বললেন, ডগ-সোপ লেখা আছে তাই দাম বেশি। আমাদের এটা লাগবে না আমাদের কুকুর পড়তে পারে না এমন একটা সস্তা সাবান দিন তাতেই হয়ে যাবে।

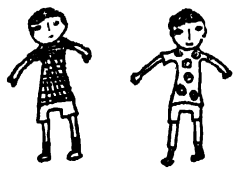

আজকাল ডোডোবাবু-তাতাইবাবুর অনেক বন্ধুবান্ধব হয়েছে, কাছে দূরে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে তারা। মাঝে মধ্যে বিকালবেলা সেজেগুজে প্যাণ্টের নিচে সার্ট দিয়ে কোমরে বেল্ট বেঁধে পায়ে বুট জুতো পরে দুজনায় মিলে বেড়াতে যান বন্ধুদের বাড়ি। একেকদিন আবার নিমন্ত্রণও থাকে জন্মদিনের নিমন্ত্রণ, সত্যনারায়ণ পুজোর নিমন্ত্রণ। বন্ধুদের বাড়িতে বিয়ে-অন্নপ্রাশন ইত্যাদিতেও আজকাল তাঁদের নিমন্ত্রণ আরম্ভ হয়েছে।

দুজনে যান বটে ফিটফাট হয়ে কিন্তু ফিরে আসেন তছনছ হয়েই। জামার হাতায় ঝোল লেগে রয়েছে, মাথার চুল জুতোর পুরনো বুরুশের মতো ছাড়া-ছাড়া, বুটের ফিতে খোলা—দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড সাইক্লোনের মধ্য দিয়ে দুজনে পাক খেয়ে এসেছেন। তাই নিমন্ত্রণ হলেই মা-বাবা খুব চিন্তায় পড়ে যান। বারে বারে ডোডোবাবু তাতাইবাবুকে বোঝান হয় পরের বাড়িতে গিয়ে শান্ত হয়ে থাকবে হৈ-চৈ মারামারি করবে না, খাবার-দাবার ধীরে-সুস্থে ভদ্রভাবে খাবে, ফেলবে না, বেশি খাবে না।

আজো তাই হয়েছে—ডোডোবাবু-তাতাইবাবু দুজনেরই অন্য পাড়ায় এক জন্মদিনের নিমন্ত্রণ। ইস্কুল থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে দুজনে দুটো বই উপহার নিয়ে বেরোলেন, তাতাইবাবুর মা যাওয়ার সময় বার বার বলে দিলেন, 'অন্যের বাড়িতে অনেক লোকজনের মধ্যে লক্ষ্মীটি হয়ে থাকবে, কেউ যেন নিন্দা না করে।'

কিন্তু যাওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যে দুজনেই ফিরে এলেন ম্লানমুখ করে। তাতাইবাবুর মা ভাবলেন, কি হলো আবার! নিশ্চয় যেখানে

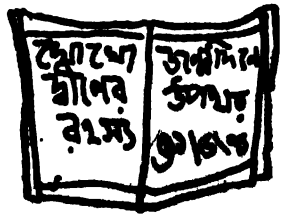

গিয়েছিলো এত বদমায়েসি করেছে তারা আর সহ্য করতে না পেরে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। তিনি চিন্তান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতো তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?'

ডোডোবাবু-তাতাইবাবু দুজনেই করুণভাবে তাকালেন, তারপর তাতাই-বাবু বললেন, 'আমাদের ভাগ্য মন্দ, গতকাল জন্মদিন হয়ে গিয়েছে আমরা ভুল করে গেলাম আজ।' এই দুঃখের মধ্যেও ডোডোবাবুর মুখে একটু হাসির ছোঁয়া দেখে তাতাইবাবুর মা বললেন, 'কি ব্যাপার?' ডোডোবাবু জামা উঁচু করে উপহারের বই দুটো বার করলেন, তাতাইবাবু বললেন, 'বই দুটো দিলাম না, ওরা বুঝতে পারেনি লুকিয়ে ফেরৎ নিয়ে এলাম।'

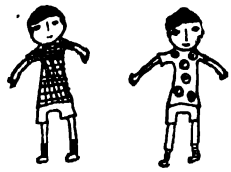

আজ কয়েকদিন হলো ডোডোবাবু তাতাইবাবু দুজনে দুটো মুখোশ পরে পাড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তাতাইবাবুর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা সবসময় মুখোশ লাগিয়ে ঘুরছেন কেন?' মুখ থেকে মুখোশটা না নামিয়ে তাতাইবাবু বললেন, 'আমরা আর মুখ দেখাতে পারছি না।' 'কেন কি হলো?' তাতাইবাবুর বাবা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন। উত্তরে ডোডোবাবু করুণস্বরে বললেন, 'লোকে ডোডো-তাতাই পড়ে আমাদের দেখলেই হাসাহাসি করছে আর যা নয় তাই প্রশ্ন করছে।' তাতাইবাবু আরও উত্তেজিত, তিনি অভিযোগ করলেন, 'আমরা যা বলিনি, যা করিনি সব আমাদের নামে লেখা হয়েছে।' সব শুনে অনেক ভেবেচিন্তে তাতাইবাবুর বাবা বললেন, 'ঠিক আছে আর ডোডো-তাতাই নয়, এবার থেকে কাগজের লোকদের বলবো নাম বদলিয়ে তোতো-ডাডাই করে দিতে।' তাতাইবাবু বললেন, 'তা-ও সবাই আমাদেরই ধরবে।'
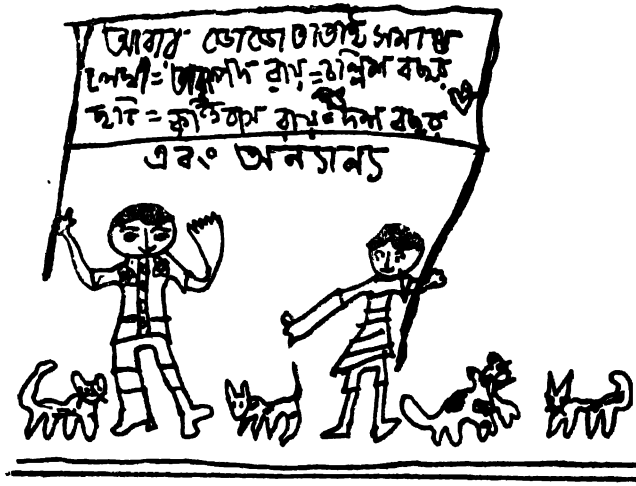
ডোডোবাবু বললেন, 'এ বিষয়ে কৃষ্ণকান্তও একমত।' বিড়াল কৃষ্ণকান্ত পাশেই শুয়েছিল, তাকে তাতাইবাবুর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কৃষ্ণকান্ত, ডোডো-তাতাই পছন্দ হচ্ছে না?' কৃষ্ণকান্ত কি বুঝলো কে জানে, চোখ বুজে গলা দিয়ে শব্দ করতে লাগল। তাতাইবাবু বললেন, 'ঐ দ্যাখো কৃষ্ণকান্ত রাগে গরগর করছে।' তাতাইবাবুর বাবা বললেন, 'মোটেই না আহ্লাদে ঘড়্‌ঘড়্‌ করছে।' সমস্যার সমাধান হলো না, ডোডোবাবু-তাতাইবাবু রেগে চলে গেলেন! বিকেলে দেখা গেল এবার আর মুখে মুখোশ নয় হাতে পোষ্টার নিয়ে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু রাস্তায় নেমে পড়েছেন, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—